মার্চ ২০১৫, ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচি

বার্ন ইউনিটের পাশে বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ব্যাংকিং সুবিধা

মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও ব্যাংকিং সুপারভিশনের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক আরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করছে

মোঃ নুরুল আলম
প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার এবারের অতিথি প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক মোঃ নুরুল আলম। তিনি ১৯৪১ সালে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের করাচিতে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে যোগদান করেন। দীর্ঘ ও সফল চাকরিজীবন শেষে ১৯৯৮ সালে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে তিনি অবসরে যান। প্রবীণ এই কর্মকর্তা তাঁর নানান অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার সাথে।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  ইন্দ্রাণী হক
  মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

চাকরিজীবনে কোন কোন বিভাগে কাজ করেছেন ? কেমন ছিল কাজের অভিজ্ঞতা ?

আমি আমার চাকরিজীবনটা খুবই উপভোগ করেছি। আমি ১৯৭০ সালে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে যোগদান করি। শুরুতে ব্যাংকিং কন্ট্রোল বিভাগে কাজ করতাম যেটা এখন হয়েছে ব্যাংকিং সুপারভিশন। ১৯৭৪ সালের পরে আমি স্বেচ্ছায় গবেষণা বিভাগে চলে যাই। ১৯৮২ সালে ডেপুটেশনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যাই। সেখানে ব্যাংকিং সুপারভিশনে প্রায় চার বছর কাজ করে দেশে ফিরি। কাজের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই ভালো। বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি করে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট তৈরি করেছি আর সেগুলোর কারণে প্রশংসিতও হয়েছি।

চাকরিজীবনে বিশেষ কোন স্মৃতির কথা আমাদের বলবেন কি ?

চাকরিজীবন ঘিরে রয়েছে অসংখ্য স্মৃতি। ১৯৯৬ সালে শেয়ারবাজার ধসের সময় আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম। শেয়ারবাজার ধসের কারণ অনুসন্ধানে গঠিত কমিটিতে আমি ব্যাংকিং এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাই। আমার করা প্রতিবেদনটি তখন খুবই নির্ভরযোগ্য

'ব্যাংকিং সুপারভিশনকে আরও দক্ষ ও গতিশীল করতে হবে'- মোঃ নুরুল আলম

হিসেবে বিভিন্ন মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছিল। আমার জীবনের নানা কাজের মাঝে এটি একটি বড় সাফল্য ও সুখকর স্মৃতি বলে আমি মনে করি।

আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই–

আমি ১৯৬৬ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই । সেই সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে প্রথম ব্যাচে এমবিএ করছিলাম। সেই ব্যাচে এমবিএতে প্রথম স্থান অধিকার করি। আমার প্রথম কন্যাসন্তান মাত্র ৯ মাস বয়সে মারা যায়। এখন আমার ২ ছেলে ও ৩ মেয়ে। তারা সবাই প্রতিষ্ঠিত।

কি করে কাটছে আপনার অবসরের সময়গুলো ?

আমার এক ছেলে ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায়ে অনেকটা সময় দেই। এছাড়া আমার নিজস্ব পারিবারিক ব্যবসাও আছে, সেগুলো দেখাশোনা করতে করতে সময় কেটে যায়।

আপনার এ সফল ক্যারিয়ারকে গতিময় করতে সাহায্য করেছে কোন বিষয়গুলো ?

স্বাধীনতার পর নতুন দেশে নতুন একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলো। তাই চ্যালেঞ্জও ছিল অনেক। চাকরিজীবনে প্রচুর প্রশিক্ষণ আমি নিয়েছি। নানান ধরনের মানুষের সাথে মিশেছি, কাজ শিখেছি। এভাবে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বেড়েছে যা পরবর্তী সময়ে আমাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম কেমন চলছে বলে আপনি মনে করেন ?

একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো মুদ্রানীতি প্রণয়ন আর ব্যাংকিং সুপারভিশন। বাংলাদেশ ব্যাংক এই দুটো কাজের পাশাপাশি আরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করছে। এসব কাজের প্রতি আরও জোর দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তবে ব্যাংকিং সুপারভিশনকে আরও দক্ষ ও গতিশীল করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চিকিৎসা সেবাও খুবই প্রশংসনীয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বাংলাদেশ ব্যাংকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত

স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রথমে গভর্নর ড. আতিউর রহমান ব্যাংকের শহীদবেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর একে একে ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালবৃন্দ, ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি সম্মান জানানো হয়।

শহীদবেদিতে ফুল দেয়ার পর স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে দু'টি দেয়াল পত্রিকা উন্মোচন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংখ্যা- ২০১৫' নামে এ দেয়াল পত্রিকা দু'টি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ডের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। এসময় গভর্নর তাঁর বক্তব্যে শহীদদের স্মরণে দেয়ালিকা প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন

শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ভাষা শহীদদের স্মরণে একটি পূর্ণাঙ্গ শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তি প্রস্তরের শিলান্যাস করেন

গভর্নর প্রস্তাবিত স্মৃতিস্তম্ভের শিলান্যাস করছেন

গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এসময় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এসময় গভর্নর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের উন্নয়নে শুরু থেকেই ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শকে সমুন্নত রেখে কাজ করে যাচ্ছে। তাই ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানো ও ব্যাংকে কর্মরতদের সর্বদা সে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতেই এ স্মৃতিস্তম্ভটি স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, স্মৃতিস্তম্ভটি হবে সাদা রঙের স্তম্ভের মাঝে রক্ত ধারার মতো প্রবাহিত লাল রঙের একটি ঝর্ণাধারা।

এরপর ৫২'র ভাষা আন্দোলন নিয়ে ছোট্ট শিশুদের একটি মনোজ্ঞ পরিবেশনা গভর্নর ড. আতিউর রহমান উপভোগ করেন এবং সবশেষে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ব্যাংক ক্লাবের শপথ ও পুরস্কার বিতরণ

২১ ফেব্রুয়ারি ব্যাংকে 'একুশ আমার অহংকার' শিরোনামে ভাষা শহীদদের স্মরণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ও এস. কে. সুর চৌধুরী। এছাড়াও ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা ও নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজনের শুরুতেই গভর্নর ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার ২০১৪-২০১৫ এর নবনির্বাচিতদের শপথবাক্য পাঠ করান । এসময় শপথ নিয়েছেন : সভাপতি- আবু হেনা হুমায়ুন কবীর (লনী), সহ-সভাপতি- মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ও মো: জাহেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক- মো: মাকসুদুর রহমান খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক- মো: সাহেদুল হাসান, মো: মাহাবুব, কোষাধ্যক্ষ- মো: আব্দুল জলিল- ৭, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ, বহি:ক্রিয়া সম্পাদক- মো: আব্দুল হাই, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক- আলিম উর রাজী সৈয়দ, নাট্য ও বিনোদন সম্পাদক- খায়রুল আলম চৌধুরী টুটুল, দপ্তর সম্পাদক- মোহাম্মদ উজ্জল মিয়া, মহিলা সম্পাদক- আয়াতুন নেসা (নাসরিন), সদস্য- মো: খালিদ বিন কামাল, রাশিদুল হাসান খান (কারিব), মো: শফিউল আজম, মো: মহিউদ্দিন, সম্পদ পাল ও মো: হাবিবুল্লাহ।

এরপর মহান একুশ স্মরণে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশকারী শিশুদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে গভর্নর পুরস্কার প্রদান করেন । সবশেষে 'ঝর্ণাধারা' সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ব্যাংক ক্লাবের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথগ্রহণ

গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে
ব্যাংকিং বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এর যৌথ উদ্যোগে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত অর্থনৈতিক রিপোর্টারদের নিয়ে ব্যাংকিং বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে ৩-৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

উদ্বোধনী ভাষণে গভর্নর আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম, মোবাইল ব্যাংকিং, সবুজ ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, সিএসআর ও অন্যান্য জনহিতকর ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা নিয়ে রিপোর্ট করতে সাংবাদিকদের উৎসাহিত করেন। একইসাথে ব্যাংকিং ও আর্থিক বিষয়ে মনগড়া রিপোর্ট না করে তথ্যভিত্তিক স্বচ্ছ প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করতে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল, নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক আশ্রাফুল আলম, ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম।

সমাপনী দিনে ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া সাংবাদিকদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন। এসময় ডেপুটি গভর্নর প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে সাংবাদিকরা আরও ভালো রিপোর্ট করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

উদ্বোধনী ও সমাপনী দিনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইআরএফের সভাপতি সুলতান মাহমুদ, গভর্নর সচিবালয়ের মহাব্যবস্থাপক এ. এফ. এম. আসাদুজ্জামান, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক। কর্মশালাটির সমন্বয়ক ছিলেন ডিসিপি'র যুগ্মপরিচালক মহুয়া মহসীন।

ব্যাংকিং বিষয়ক এ প্রশিক্ষণে ইআরএফের সদস্য বিভিন্ন গণমাধ্যমের অর্থনৈতিক বিটের ৩০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২৭ জানুয়ারি ২০১৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভার ১ম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, ঢাকায় 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণে' অংশ নেয়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ ৩০ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

সভার শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নৈতিকতা কমিটির সভাপতি ও ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা উপস্থিত কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এসময় তিনি নৈতিকতা, শুদ্ধাচার ও স্বচ্ছতা আনয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত কার্যক্রম অতিথি কর্মকর্তাদের অবহিত করেন। এছাড়াও ব্যাংকের পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক আবু ফরাহ মোঃ নাছের এবং সচিব বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কমিটির বাংলাদেশ ব্যাংকের ফোকাল পয়েন্ট গোপাল চন্দ্র দাস বক্তব্য রাখেন।

ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়- একটি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা আনয়নে সবচেয়ে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি সময়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকের মত ও কাজকে স্বীকৃতির উপর তাগিদ দেয়া হয়। এছাড়াও ভালো কাজ করলে কর্মকর্তাদের পুরস্কার এবং খারাপ কাজ করলে যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করার উপর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেকটাই নির্ভর করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি সংশ্লিষ্ট নানা সফ্টওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশনের কর্মতৎপরতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন আইটি অপারেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ রাহাত উদ্দিন। প্রশ্নোত্তর পর্ব ও দুপক্ষের ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

উল্লেখ্য, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভার ২য় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এ সভায় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান।

শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক মতবিনিময় সভায় কর্মকর্তাবৃন্দ

‘সেরা গভর্নর’ পুরস্কার গ্রহণ করলেন

ড. আতিউর রহমান

লন্ডনভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের সহযোগী অর্থসাময়িকী ‘দি ব্যাংকার’ প্রদত্ত ‘এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সেরা গভর্নর ২০১৫’ পুরস্কার গ্রহণ করলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত ও পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ লন্ডনের হাউজ অব লর্ডসে এক অনুষ্ঠানে গভর্নরের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন ‘দি ব্যাংকার’ এর প্রধান সম্পাদক ব্রায়ান ক্যাপলেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান ‘দি ব্যাংকার’ এর প্রধান সম্পাদক ব্রায়ান ক্যাপলেনের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন

অনুষ্ঠানের সভাপতি লর্ড শেখ তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, ড. রহমান এই পুরস্কার পাওয়ার জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি। দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কারটি তাঁর প্রাপ্য ছিল। যে সমস্ত কৃষক এতদিন আর্থিক সেবার বাইরে ছিল, তাদের আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার এক অভিনব কৌশলের সূচনা করেন ড. রহমান। তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির অর্জনগুলোর প্রশংসা করে বলেন, এখানেও গভর্নর রহমান এক কৌশলগত ভূমিকা রেখেছেন।

‘দি ব্যাংকার’ এর প্রধান সম্পাদক ব্রায়ান ক্যাপলেন বলেন, একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের কাছ থেকে আমরা যা কিছু আশা করি যেমন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, গভর্নর ড. রহমান শুধু এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, তিনি তাঁর অনন্য উদ্যোগ ও ধারণাগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে অনেক সামাজিক কল্যাণ সাধন করেছেন। আর তাঁর এ সাফল্যই সম্পাদকদের মুগ্ধ করেছে। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে গভর্নর ড. রহমানের দূরদর্শী, সাহসী ও রেগুলেটরি সিদ্ধান্তগুলোর প্রশংসা করেন।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের পরপরই ‘দি ব্যাংকার’ এর এশিয়া অঞ্চলের সম্পাদক স্টেফানিয়া পালমার সঞ্চালনায় একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান পুরস্কার গ্রহণকালে দেয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজকে বিশ্ব অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতিজনিত হতাশার মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। মন্দা কাটাতে উন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের মতো ঝুঁকিপূর্ণ পন্থা বেছে নিয়েছে। এতে বাজারে তারল্য বাড়ার কারণে ধনীদের সম্পদের মূল্য আরও বাড়ছে – যা বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন বাড়ানো দরকার – যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি আরও বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কৃষি খাতে ঋণ প্রদানই হতে পারে একমাত্র পথ, যা বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে পুনরুদ্ধার করে একে একটি টেকসই স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মো: আবদুল হান্নান উল্লেখ করেন, ড. আতিউর রহমান মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির মধ্যে একটি সুসমন্বয় স্থাপন করতে পেরেছেন। তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক কর্মকাণ্ডের ভিশনকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন। রোশনারা আলী এমপি’র মতে, ‘আতিউর রহমান বাস্তবিকই দেখিয়ে দিয়েছেন কী করে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত অর্থায়ন বাড়াতে মূল ভূমিকা রাখতে পারে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নেতৃস্থানীয় ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর

গভর্নর ড. আতিউর রহমান সম্প্রতি লন্ডন যাওয়ার প্রাক্কালে ব্রাসেলসে World Savings and Retail Banking Institute এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস ডি ন্যুজ এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) ও বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী (বিবিটিএ) এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় গভর্নর WSBI এ Bangladesh's Response to Global Financial Crisis বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেন। এ অনুষ্ঠানে ব্যাংকার, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ঘোষণা

বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬.৮ শতাংশ উল্লেখ করে নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ গভর্নর ড. আতিউর রহমান জানুয়ারি থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত সময়ের নতুন এ মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। এবারের মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছে ৬.১৫ শতাংশ।

মুদ্রানীতিতে আগামী জুন নাগাদ বেসরকারি খাতে বার্ষিক ঋণ প্রবৃদ্ধি ১৫.৫ শতাংশ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। আগের মুদ্রানীতিতে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪) বেসরকারি খাতে এ ঋণ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৪ শতাংশ।

এসময় উল্লেখ করা হয়, চলতি অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৬.৪৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সরকারের আশা অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধি না হলেও বাজেটে নির্ধারিত মূল্যস্ফীতি ৬.৫ এ নেমে আসার সম্ভাবনার কথা জানান গভর্নর।

এবারের মুদ্রানীতিতে কৃষিখাতে সুদের হার ২ শতাংশ কমিয়ে ১১ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুদ্রানীতি ঘোষণার পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, দেশের অর্থনীতি আরও এগিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশের অর্থনীতি থমকে আছে। দ্রুত এমন পরিস্থিতির উন্নতি না হলে তা উন্নয়নের প্রত্যেক সূচকের গতি মন্থর করে দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। এছাড়াও ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, নাজনীন সুলতানা, নির্বাহী পরিচালকগণ, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, চিফ ইকোনমিস্ট ড. বিরূপাক্ষ পালসহ বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক, উপমহাব্যবস্থাপকগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মুদ্রানীতি ঘোষণা করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন সফ্টওয়্যার উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আধুনিকায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমানত বিমা ট্রাস্ট তহবিলের প্রিমিয়াম আদায় ও হিসাবায়ন ডিজিটাল করার লক্ষ্যে Information for Deposit Insurance Premium Assessment (IDIPA) নামে একটি সফ্টওয়্যারের উদ্বোধন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে গভর্নর ড. আতিউর রহমান ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সফ্টওয়্যারটি উদ্বোধন করেন। এসময় বাংলাদেশ ব্যাংকের আধুনিকায়ন কার্যক্রম ও সফ্টওয়্যার তৈরির কাজে জড়িতদের ধন্যবাদ দেন গভর্নর।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য 'ব্যাংক আমানত বিমা আইন-২০০০' অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বিমাযোগ্য আমানতের উপর নির্ধারিত প্রিমিয়াম গ্রহণ করে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সুরক্ষা দেয়া হয়। কোন কারণে ব্যাংক অবলুপ্ত হলেও আমানতের বিপরীতে নির্ধারিত অর্থ ফেরত প্রাপ্তিরও নিশ্চয়তা রয়েছে। অনুষ্ঠানে আরও বলা হয়- সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক 'ব্যাংক আমানত বিমা আইন-২০০০' পরিবর্তন করে নতুন 'আমানত সুরক্ষা আইন' করার প্রস্তাবনা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। আইনটিতে ব্যাংক আমানতের পাশাপাশি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমানতকেও সুরক্ষার আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। আইনটি পাশ হলে আমানতকারীর আমানত সুসংহত হবে ।

সফ্টওয়্যার উদ্বোধনকালে কর্মকর্তাবৃন্দ

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫- এ 'আজীবন সম্মাননা পুরস্কার' পেলেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে 'আজীবন সম্মাননা পুরস্কার' প্রদান করছেন

ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম প্রযুক্তি মেলা 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫'- এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে 'আজীবন সম্মাননা পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ প্রযুক্তি মেলা শেষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমানের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তথ্যপ্রযুক্তিবান্ধব বাস্তবমুখী নীতি-উদ্যোগ গ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. আতিউরকে এ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। সম্মাননা প্রদানের ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়, একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে ড. আতিউর রহমানের নেয়া সময়োপযোগী ও ইতিবাচক ব্যাংকিং নীতি-কর্মসূচিগুলো জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে তাঁর নিবিড় মনোযোগ বিশেষ করে, অর্থায়ন সুবিধা ও অনলাইন লেনদেন এ খাতের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

পুরস্কার গ্রহণের পর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে গভর্নর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আমি সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বাস্তবানুগ কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছি। দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেও ডিজিটাইজড করতে হাতে নিয়েছি নানা উদ্যোগ। আজ জোর গলায় বলতে পারি, এ পথে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। বর্তমানে প্রায় নব্বই শতাংশ ব্যাংক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে। অনলাইন সিআইবি সেবা, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ ও ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক চালুর পর ব্যাংকিং লেনদেনে গতি বাড়াতে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে 'রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস)' সিস্টেম। ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ, ই-ব্যাংকিং ও ই-কমার্স প্রসারেও নিরন্তর সহযোগিতা করে চলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন দেশের ভেতরে দুই হাজারেরও বেশি ই-কমার্স সাইট কাজ করছে। ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইন কেনাকাটার দ্রুত প্রসারে অর্থনীতি গতিশীল হচ্ছে। মোবাইল ফোনভিত্তিক আর্থিক সেবা দেশে আজ বিপ্লব ঘটিয়েছে। বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা দুই কোটি ৫২ লাখে দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক যাবতীয় ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে ব্যাংকিং খাতের আর্থিক জালিয়াতি বন্ধ করতে নজরদারি আরও জোরদার করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

গভর্নর আরও বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নেয়া আমাদের উদ্যোগগুলো সফলতার মুখ দেখত না, যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বেসিস- সহ এ খাতের অন্যান্য সংস্থা কিংবা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সর্বাত্মক সহযোগিতা না থাকত। বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে বেসিস এর তাৎপর্যপূর্ণ সহায়ক ভূমিকার কথা না বললেই নয়। আজকের এ পুরস্কারই প্রমাণ করে, ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংক ব্যবস্থা গঠনে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকিং খাত কী দ্রুত হারে সক্ষমতা অর্জন করেছে।

অধিকোষের সাহিত্য আড্ডা ও সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটিতে সম্প্রতি সাহিত্য সংগঠন অধিকোষ এক সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি এবং চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দারের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম চুমারি হাউজে অনুষ্ঠিত উক্ত আড্ডায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধিকোষ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান।

তিন দিনব্যাপী সাহিত্যালোচনা, কবিতা আবৃত্তি, গান, কৌতুক বিষয়ক সাহিত্য আড্ডার পর অধিকোষের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যেক অফিসে অধিকোষ কমিটি গঠন এবং প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অফিসে বার্ষিক সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, অধিকোষ পুরস্কার, অধিকোষ মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্য সংগ্রহশালা ও অধিকোষ সাহিত্য দূত নির্বাচনের ব্যাপারেও কয়েকটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়।

বিএফআইইউ এগমন্ট গ্রুপের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধি নির্বাচিত

এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ প্রাপ্তির দেড় বছরেই বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এগমন্ট গ্রুপের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ২৫টি সদস্য দেশের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। ২৫-৩০ জানুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে অনুষ্ঠিত এগমন্ট গ্রুপের Egmont Committee (EC) and Working Group (WG) Meetings and Regional Meetings and Head of FIUs and Observers Intersessional Meeting চলাকালে ২৯ জানুয়ারি বিএফআইইউ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। বিএফআইইউ জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে এগমন্ট গ্রুপের এ অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। বিএফআইইউয়ের পক্ষে এ ইউনিটের মহাব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল হেড মোঃ নাসিরুজ্জামান আঞ্চলিক প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করবেন। আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এ অঞ্চলের এফআইইউসমূহ, এগমন্ট কমিটি, এগমন্ট গ্রুপ সেক্রেটারিয়েট ও ওয়ার্কিং গ্রুপসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করবেন। সর্বোপরি তিনি এগমন্ট গ্রুপের চার্টারে বর্ণিত বাধ্যবাধকতা এ অঞ্চলের সদস্য এফআইইউসমূহ কর্তৃক পরিপালন নিশ্চিতকরণ, এফআইইউসমূহের মধ্যে সৃষ্ট কোন বিরোধ বা অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সদস্য এফআইইউসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দুই দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

এ সভা চলাকালে ২৭ জানুয়ারি বিএফআইইউ বাহরাইন ও ব্রুনেই দারুসসালাম ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ) এর সাথে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। বিএফআইইউয়ের পক্ষে ইউনিটের মহাব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল হেড মোঃ নাসিরুজ্জামান সমঝোতা স্মারকসমূহে স্বাক্ষর করেন। ১৪৭টি দেশের এফআইইউয়ের সংগঠন এগমন্ট গ্রুপের উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে ইউনিটের যুগ্মপরিচালক ইয়াসমিন রহমান বুলা ও উপপরিচালক তরুন তপন ত্রিপুরা অংশগ্রহণ করেন।

---

goAML সফ্‌টওয়্যারে স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকারসহ সংশ্লিষ্টদের নিবন্ধন

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক বিভিন্ন রিপোর্টিং এজেন্সি হতে STR গ্রহণ অন্যতম। অন্যান্য রিপোর্টিং এজেন্সির মতো স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং সম্পদ ব্যবস্থাপকদের নিকট হতে নির্দিষ্ট ছকে STR গৃহীত হচ্ছে। গত ২১-২২ জানুয়ারি ২০১৫ মেয়াদে বিএফআইইউয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনলাইনে goAML সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে STR দাখিলের নিমিত্তে স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং সম্পদ ব্যবস্থাপকদের নিবন্ধন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএফআইইউ আয়োজিত কর্মশালায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ

উল্লেখ্য, goAML সফ্‌টওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রারম্ভিক কাজ অর্থাৎ ডাটা গ্রহণ হতে শুরু করে ডাটা বিশ্লেষণ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট প্রেরণ পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব। goAML সফ্‌টওয়্যার মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে UNODC এর একটি প্রয়াস।

ইতোমধ্যে এই সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে সকল তফসিলি ব্যাংক হতে অনলাইনে রিপোর্ট (CTR, STR) গৃহীত হচ্ছে। এছাড়া অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইনে STR প্রেরণ করছে। ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্টারমিডিয়ারিদের goAML সফ্‌টওয়্যার এর মাধ্যমে বিএফআইইউয়ের সাথে অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর হবে।

বার্ন ইউনিটের পাশে বাংলাদেশ ব্যাংক

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে গভর্নর এবং অতিথিবৃন্দ

পেট্রোল বোমায় অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ঢাকা মেডিকেলের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের অবৈতনিক উপদেষ্টা ডাঃ সামন্ত লাল সেন ও বিভাগীয় প্রধান ডাঃ মোঃ আবুল কালামের নিকট ৫০ লক্ষ টাকা অনুদানের চেক তুলে দেন। ২৮ জানুয়ারি ২০১৫ চেক হস্তান্তরের এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী এবং অনুদান সহায়তাকারী এক্সিম ব্যাংক, আইএফআইসি ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের প্রতিনিধিবর্গ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুদানের টাকা দিয়ে বার্ন ইউনিটকে সম্পূর্ণভাবে আধুনিক করার জন্য একটি করে পোর্টেবল এক্স, এবিজি মেশিন, দুইটি ইনফিউশন পাম্প, দুইটি সিরিঞ্জ পাম্প, দুইটি কার্ডিয়াক মনিটর, চারটি পালস অক্সিমিটার ক্রয়ের কথা রয়েছে। একইসাথে এ অর্থ দিয়ে তিনটি বার্ন ট্যাংক ও ৩,৫০০ বর্গফুটের ১০০ শয্যা বিশিষ্ট পৃথক ইউনিট গঠনের কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে বেশকিছু যন্ত্রাংশ ইউনিটে সংযোজন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা জানান। চিকিৎসাসেবায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি যেমন হাইপারবারিক অক্সিজেন চেম্বার ও পেডিয়াট্রিক আইসিইউ কাম এইচডিইউ ইউনিট গঠনে বাকি যন্ত্রপাতি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকে আনার প্রক্রিয়া চলছে বলে বার্ন ইউনিটের পক্ষ থেকে বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহযোগিতার বিষয়ে জানতে চাইলে ইউনিটের উপদেষ্টা ডাঃ সামন্ত লাল সেন এমন উদ্যোগ নেয়ায় গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন- এটি বার্ন ইউনিটের জন্য বড় পাওয়া। যার মাধ্যমে সহজেই আমরা বর্তমান পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে আগুনে পোড়া মানুষদেরকে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারব।

বার্ন ইউনিটের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবুল কালামও বাংলাদেশ ব্যাংকের এমন উদ্যোগে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ইতোমধ্যেই কিছু যন্ত্রপাতি আমরা কিনেছি। বাকিগুলোও বিদেশ থেকে আনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। তবে বার্ন ইউনিটকে একটি স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউট করার কাজেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমন সহযোগিতা আগামীতে অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত বছরও বার্ন ইউনিটের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের মাধ্যমে অনুদান প্রদান কার্যক্রম এখনো অব্যাহত রেখেছে ।

এসএমই বিষয়ক মতবিনিময় সভা

জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে নাসিব কার্যালয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগের সাথে এসএমই বিষয়ক এক যৌথ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায়। সভাপতিত্ব করেন নাসিবের কেন্দ্রীয় সভাপতি মির্জা নূরুল গণী শোভন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে এসএমই খাতের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা কামনা করেন।

প্রধান অতিথি স্বপন কুমার রায় এসএমই বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক ও নাসিবের যৌথ উদ্যোগে এসএমই খাতের উন্নয়নে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও এসএমই খাতের উন্নয়নে নাসিবকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে। এ সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও নাসিবের নারী উদ্যোক্তা ইউনিট প্রধান ও কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহসভাপতি প্রফেসর মাসুদা এম রশীদ চৌধুরী, নাসিবের জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সেক্টরের এসএমই ও নারী উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আসল নোট চেনার উপায় শীর্ষক কর্মশালা

নরসিংদী জেলার মাধবদী উপজেলার পৌর মিলনায়তনে 'আসল নোট চেনার উপায়' শীর্ষক কর্মশালাটি ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক পরিমল চন্দ্র চক্রবর্তী কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সোনালী ব্যাংক লিঃ, পাঁচদোনা শাখা, নরসিংদীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদীর জেলা প্রশাসক আবু হেনা মোরশেদ জামান। সভাপতিত্ব করেন সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, নরসিংদীর উপমহাব্যবস্থাপক বিরাজ কুমার পাল। উপমহাব্যবস্থাপক পরিমল চন্দ্র চক্রবর্তী আসল নোট চেনার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং জালনোট প্রতিরোধে করণীয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত কার্যক্রম তুলে ধরেন। জেলা প্রশাসক আবু হেনা মোরশেদ জামান তাঁর বক্তব্যে এ ধরনের কর্মশালা আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং জালনোট প্রচলন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। এ কর্মশালায় মাধবদী জেলার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, মাধবদী পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র, বণিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সর্বস্তরের জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিবিটিএতে পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৪ (২য় ব্যাচ) এর পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিবিটিএর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ গোলাম মোস্তফা,

পুরস্কার বিতরণ করছেন ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ গোলাম মোস্তফা

বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক শেখ আজিজুল হক। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপমহাব্যবস্থাপক শেখ মোঃ সেলিম। বিভিন্ন আয়োজনের পাশাপাশি সহকারী পরিচালক শরিফুল ইসলামের রচনা ও নির্দেশনায় নির্মিত গম্ভীরায় বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম ও সফলতার চিত্র তুলে ধরা হয়। এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে নাটক 'পাগল দ্য গ্রেট' মঞ্চায়িত হয়। সবশেষে, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৪ (২য় ব্যাচ) এর সাহিত্য, বিতর্ক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ফরিদাবাদ নিবাসে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের নির্দেশনায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী নিবাস কল্যাণ সমিতি, ফরিদাবাদ, ঢাকার ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি সমিতির নিজস্ব অফিসকক্ষে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। গভর্নর সচিবালয়ের মহাব্যবস্থাপক

শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন মহাব্যবস্থাপক এ.এফ.এম. আসাদুজ্জামান

এ.এফ.এম.আসাদুজ্জামানের উপস্থিতিতে ও সমিতির সভাপতি মোঃ জহুরুল হকের সভাপতিত্বে দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচিতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সাত্তারসহ অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট অফিস

বার্ষিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসের 'বার্ষিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা-২০১৫' কর্মচারী নিবাস মাঠে ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। খেলার শুভ উদ্বোধন করেন উপমহাব্যবস্থাপক শান্তনু কুমার রায়। উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ খেলায় শান্তনু কুমার রায় ও ফজলুর রহমান চৌধুরীর দল মোঃ শওকত আলী ও নৃত্যরঞ্জন দত্ত পুরকায়স্থের দলকে ৯ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলায় অলরাউন্ড নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য বিজয়ী দলের খেলোয়াড় মোঃ কামরুল হোসেন সরকারকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ এবং সুমন্ত আচার্য্যকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পরেশ চন্দ্র দেবনাথ খেলায় নবাগতদের বিশেষ নৈপুণ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং আগামীতে আন্তঃঅফিস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়বৃন্দ

অনুষ্ঠিত হলে সিলেট অফিস ভালো ফল অর্জন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্লাবের সভাপতি মোঃ শওকত আলী।

অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসের ক্যাশ বিভাগের কর্মকর্তাদের সংগঠন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের ২০১৫-১৬ এর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হলেন সভাপতি- কয়েছুর রেজা চৌধুরী (উপব্যবস্থাপক), সহসভাপতি- এ কে এম জাকির হোসেন (উপব্যবস্থাপক) এবং মো: আবুল হাশেম খান (উপব্যবস্থাপক), সাধারণ সম্পাদক- মো: আব্দুল কাইয়ুম (সহকারী ব্যবস্থাপক), সহসাধারণ সম্পাদক- আসাদুল হাকিম (ক্যাশ অফিসার), কোষাধ্যক্ষ- মো: সহিদ উল্লাহ (সহকারী ব্যবস্থাপক), দপ্তর সম্পাদক- আল-জাহান (ক্যাশ অফিসার), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো: ইমরান উদ্দিন (সহকারী ব্যবস্থাপক)।

সদস্য হিসেবে নির্বাচিতরা হলেন- মো: আব্দুল হাদী (সহকারী ব্যবস্থাপক), নিখিলেশ চন্দ্র দে (সহকারী ব্যবস্থাপক) ও সতীশ চন্দ্র দাস (সহকারী ব্যবস্থাপক)।

এসএমই বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিসের কনফারেন্স হলে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ চট্টগ্রামের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই প্রধান, নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় চেম্বার প্রতিনিধিদের নিয়ে এসএমই

নির্বাহী পরিচালক ঋণের চেক হস্তান্তর করছেন

বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রকৃত এসএমই উদ্যোক্তাদের সঠিক পরামর্শ প্রদান ও যথাসময়ে ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও প্রকাশ্যে এসএমই ঋণ বিতরণের অংশ হিসেবে ১০ জন নারী উদ্যোক্তার মাঝে ১১.৮২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

শুভেচ্ছা কার্ডের পুরস্কার বিতরণ

চট্টগ্রাম অফিসে ৮ জানুয়ারি ২০১৫ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানদের নিয়ে শুভেচ্ছা কার্ডের প্রচ্ছদ অঙ্কন বিষয়ক প্রতিযোগিতার সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল প্রধান অতিথি ও চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় চট্টগ্রাম অফিসের যুগ্ম ব্যবস্থাপক মোঃ বিল্লাল হোসেনের কন্যা শিশুশিল্পী তাসনুভা হোসেন বিপার হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম অফিসের মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে) কাজী ইকবাল ইমাম।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স) উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি স্কাউট গ্রুপে ৯ জানুয়ারি ২০১৫ পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স) উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে গ্রুপের স্কাউট সদস্যদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী স্কাউটদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক ও গ্রুপ সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন ব্যাংক কলোনি জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোঃ ইউনুস্ পাটোয়ারী। মাহফিল শেষে মুসলিম উম্মাহ্সহ দেশ, জাতি ও স্কাউট সংশ্লিষ্ট সকলের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মুনাজাত করা হয়।

বই বিতরণ উৎসব

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রামে ১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে আনন্দঘন এক পরিবেশে পাঠ্যবই বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক ও বিদ্যালয় পরিচালনা

নির্বাহী পরিচালক শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করছেন

পর্ষদের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সহকারী শিক্ষক রাজীব ভট্টাচার্য্যের সঞ্চালনায় বই বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আলম, মোসাম্মাৎ জোহরা ফেন্সী মাহমুদা ও মোহাম্মদ আবুল কালাম। বই বিতরণ উৎসবে বিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের অংশ নেয়।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সংগীতানুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, চট্টগ্রামের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সংগীতানুষ্ঠান- ২০১৪ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। এসময় তিনি ক্রীড়া, সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা- ২০১৪, এসএসসি ও এইচএসসি-২০১৪ পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জনকারী এবং পিএসসি ও জেএসসি- ২০১৩ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক কাজী ইকবাল ইমাম। সভাপতিত্ব করেন ক্লাব সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী আর. এম. জাহিদুল আলম। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক দীনময় রোয়াজার উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া সম্পাদক রুবেল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুজিবুল হক চৌধুরী।

১৩০৪-১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশে ইবনে বতুতা

জুলফিকার মসুদ চৌধুরী

সুদূর অতীতকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে নানা সভ্যতা, জাতি ও সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল। অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতিগোষ্ঠী একসময় এ উপমহাদেশে বাস করত। পাঠান, মোগল, সেন ও পাল বংশ এবং সবশেষে মুসলমানরা এ উপমহাদেশে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব করেন আর রেখে যান তাদের শাসনামলের নানা ছাপ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বাঙ্গালা বা বাংলাদেশ। গাঙ্গেয় অববাহিকার এদেশটির পরিচিতি ছিল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ হিসেবে। এ জনপদকে সুজলা ও সুফলা বাংলাদেশ বলেও অভিহিত করা হয়। জলে ভরা তাই সুজলা, আর এর কারণে ফসল ফলে তাই সুফলা। প্রাচীন এ জনপদে সম্পদ ও প্রাচুর্যের কমতি ছিল না। কবির ভাষায়,

''বাংলার মসলিন
বোগদাদ রোম চীন
স্বর্ণের বিনিময়ে কিনিত একদিন।''

তাই বিদেশিদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দেশটি। বহিঃশত্রু দ্বারা দেশটি আক্রান্ত হয়েছে বার বার। সমুদ্রপথে পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার নজির বেশুমার লোকমুখে ফেরে। তাছাড়া ব্যবসার কারণে আরবদেশিয় বণিকদের আগমনও হয়েছে এখানে। তবে বহু বিদেশি পরিব্রাজকও এদেশ ভ্রমণ করেছেন। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তাঁরা এদেশে এসেছেন দেশটিকে জানবার জন্য। বাংলার জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষের জীবনাচার, দ্রব্যমূল্য, অধিবাসীদের অতিথিপরায়ণতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের মতামত সম্বলিত বিবরণ তাঁরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক 'হিউয়েন সাং', মধ্য চতুর্দশ শতকে মরক্কো দেশিয় পরিব্রাজক 'ইবনে বতুতা', ১৫০৩-১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে ইতালিয় বণিক 'ভারথেমা' এবং পর্তুগিজ ভ্রমণকারী 'ডুয়ার্টে বারবোসা' ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সফর করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় বাংলা ভ্রমণে আসেন ফরাসি পর্যটক 'বার্নিয়ের'। এ দেশের সুতি বস্ত্রের রমরমা অবস্থা দেখে এ ব্যবসা সম্পর্কে লিখেন তিনি। হিউয়েন সাংয়ের বিবরণীতে যেমন বিশাল ও খরস্রোতা করতোয়া নদীর উল্লেখ আছে; ঠিক তেমনি উপমহাদেশিয় গ্রীষ্মকালীন ফল আম'কে বহির্বিশ্বে পরিচিত করে তোলেন তিনি। বাঙালিদের সুন্দর ব্যবহারের কথা তাঁর বর্ণনায় এসেছে। হিউয়েন সাং বলেন, 'বাঙালিদের মাটি যেমন নরম পলি দিয়ে প্রস্তুত, ততোধিক নরম তাদের হৃদয়'। বাঙালিদের সম্পর্কে এর চেয়ে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আর কি হতে পারে ! ফাহিয়েন, অৎচি, ইৎ-সিঙ প্রমুখ কয়েকজন চীনা পরিব্রাজকও উল্লেখযোগ্য। অৎচি এবং ইৎ-সিঙ যথাক্রমে সমতটের বৌদ্ধ রাজাদের এবং পূর্ব-ভারতের রাজাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের বিবরণীতে। তবে এদেশের মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কাটে ইবনে বতুতার ভ্রমণ। পাঠ্যপুস্তকে স্থান করে নেন তিনি। সাতশত বছর পরও তিনি এদেশের মানুষের কাছে আগ্রহের ব্যক্তি হয়ে আছেন। ইবনে বতুতা এদেশকে 'দোযখ-ই-পুর-আজ নিয়ামত' অর্থাৎ 'প্রাচুর্যপূর্ণ দোযখ (Inferno full of gifts)' বলে অভিহিত করেছেন। এ নিবন্ধে আমরা ইবনে বতুতার 'বাঙালা' অর্থাৎ বাংলাদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব।

১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে ইবনে বতুতা মরক্কোর তানজিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল 'মুহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ'। 'ইবনে বতুতা' তাঁর বংশগত উপাধি, যে পদবি আজও মরক্কোর অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। কয়েক পুরুষ ধরে তাঁরা তানজিয়ারের বাসিন্দা ছিলেন। সর্বপ্রথম ইবনে বতুতার নাম জনসম্মুখে প্রচার হয় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ড. স্যামুয়েল কর্তৃক একটি ক্ষুদ্র অনুবাদগ্রন্থ দ্বারা। তাঁর সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ জন্মে তাঁর রেখে যাওয়া ভ্রমণ কাহিনী থেকে। সেগুলোতে তাঁর যে রূপটি ধরা পড়ে তা হলো, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র ; দয়ালু ও নির্ভীক, আমুদে এবং খুবই ধর্মানুরাগী। দিল্লিতে কয়েক বছর অবস্থানকালে তিনি কাজি হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ১৩৬৭ সালের দিকে যখন মরক্কোতে ফিরে যান সেখানকার কোন এক শহরের কাজি নিযুক্ত হয়েছিলেন ইবনে বতুতা।

হিজরি ৭২৫ সালের ২ রজব, ১৪ জুন ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে, তাঁর যখন ২২ বছর সে সময় হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি তানজিয়ার থেকে মক্কার পথে ইবনে বতুতা বেরিয়ে পড়েন। মা-বাবাকে ছাড়া বেরিয়ে পড়তে প্রথমে তিনি কিছুটা শঙ্কিত ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি সিরিয়া, মিসর সফর শেষে মক্কা ফিরে আসেন। দ্বিতীয়বার তিনি সঙ্গীসাথীসহ আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল ঘুরে দেখেন এবং মক্কায় ফিরে আসেন। এরপর আবার মক্কা নগরী ত্যাগ করে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু যাত্রাপথ খুব বিপদসঙ্কুল হয়। কারণ জেদ্দা পৌঁছে দেখেন ভারতে যাওয়ার কোন জাহাজ নেই এবং তিনি উত্তর দিকে চলতে থাকেন। এখান থেকেই শুরু হয় ইবনে বতুতার বিখ্যাত ভ্রমণ। এশিয়া-মাইনরের ভেতর দিয়ে কৃষ্ণ সাগর পার হয়ে তিনি প্রবেশ করেন 'মোঙ্গল খানের' রাজ্যে। মধ্য এশিয়া পার হয়ে ইবনে বতুতা হাজির হন খোরাসানে।

এভাবেই তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথ দিয়ে ভারতে এসে পৌঁছান ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর এসব যাত্রা সবসময় মসৃণ ছিল না। কোথাও তিনি একা, কোথাও দু'চারজন সফরসঙ্গী পেয়েছেন। কোথাও স্থানীয় শাসকরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, আহার্য ও আশ্রয় দিয়েছেন এবং অনুচর দিয়ে সহায়তা করেছেন। কোথাও নদ-নদী, বন-জঙ্গল, সাগর, সীমান্ত পাড়ি দিয়েছেন, বৈরী আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়েছেন; সরাইখানায় রাত্রিযাপন করেছেন। ফল-ফলাদি দিয়ে আহার সেরেছেন। কোথাও স্থানীয় লোকজন ও শাসকদের বৈরী ব্যবহার পেয়েছেন, নিগৃহীত হয়েছেন। কোথাও ভাষা সমস্যা হয়েছে। কোথাও সাময়িক সঙ্গী লাভের উদ্দেশ্যে বিয়ে করেছেন। এভাবে নানা চড়াই-উৎরাইয়ে পূর্ণ ছিল তাঁর সফর।

১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে এসে তিনি বাদশাহ্‌র বিশেষ সমাদর

ও অনুগ্রহ লাভ করেন। তখন দিল্লির সুলতান ছিলেন মুহম্মদ বিন তুঘলক (শাসনকাল ১৩২০-১৩৩৯)। দিল্লিতে বতুতা কাজির পদলাভ করেন। ইবনে বতুতা সে সময়ের রাজদরবারের খুঁটিনাটি বিবরণ তাঁর 'রেহলা'তে

শিল্পীর রং তুলিতে ইবনে বতুতার বিশ্বভ্রমণ

(Rehla) লিপিবদ্ধ করেন। আরবি ভাষায় লিখিত 'রেহলা' ১৯৩৪ সালে মিসরে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজি অনুবাদ ১৯৫৩ সালে বরোদা, ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।

দিল্লিতে কিছুদিন অবস্থান শেষে চীন যাওয়ার মানসে ইবনে বতুতা কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে মালদ্বীপ যাত্রা করেন। মালদ্বীপে প্রায় আঠারো মাস কাটিয়ে তিনি আবার চীন যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। পথিমধ্যে জাহাজ ধ্বংসের কারণে ইবনে বতুতা 'বাঙ্গালা' ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

তাঁর এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল 'কামরূপা' অঞ্চলের আসামবাসীদের একজন বিখ্যাত শেখের সাথে দেখা করা। ইবনে বতুতা লিখেছেন, 'মালদ্বীপ থেকে রওনা হয়ে ৪৩ রাত সাগর পাড়ি দিয়ে 'সাদাকাওয়ান' (Sudkawan) বা চট্টগ্রাম শহরে এসে পৌঁছলাম। এটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত বিশাল বন্দরনগরী। এদেশে প্রচুর চাল উৎপন্ন হয়। এদেশে জিনিসপত্র এত সস্তা যে পৃথিবীর আর অন্য কোথাও আমি তা দেখিনি। বাংলাদেশের বাজারে পাঁচ রতল (দিল্লির মাপে) চাল বিক্রি হয় এক রূপার দিনারে। এক রূপার দিনার আট দিরহামের সমান। বাংলাদেশে আমি নিজে দেখেছি একটি দুধেল গাভি তিন রূপার দিনারে বিক্রি হচ্ছে। চিকন সুতোয় বোনা তিরিশ জেরার (হাত) এক থান কাপড় বিক্রি হয় দুই দিনারে। সেসময় দিল্লির সুলতান ছিলেন মুহম্মদ বিন তুঘলক এবং বাংলার শাসনকর্তা সুলতান ফকরউদ্দিন কিন্তু তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক ভালো না থাকায় বতুতা সুলতান ফকরউদ্দিনের সাথে দেখা করেননি।

সাদাকাওয়ান বা চট্টগ্রাম থেকে তিনি কামরূপের দিকে যাত্রা শুরু করেন। এখান থেকে কামরূপ, কামারু বা আসামের দূরত্ব পথ প্রায় এক মাসের। বিশাল এ পর্বতশ্রেণি চীন থেকে 'থুব্বাত' (তিব্বত) অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর এ পর্বত অঞ্চল ভ্রমণ করার উদ্দেশ্য ছিল আসাম দেশিয় শেখ জালালুদ্দিন নামক বিখ্যাত একজন দরবেশের সাথে দেখা করা। ইনি আর কেউ নন-সিলেটের ইয়েমেন দেশিয় ধর্মপ্রচারক হযরত শাহজালাল (রহঃ)। ইবনে বতুতা লিখেছেন, 'আমি শিষ্যদের সাথে তাঁর আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম। তিনি যেখানে থাকেন সেখানে কোন আবাদযোগ্য জমি নেই। সেখানে মুসলমান-অমুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁর জন্য উপহারসামগ্রী নিয়ে আসে। সেইসব 'মানতের' জিনিসপত্র দিয়েই দরবেশ এবং তাঁর শিষ্যদের খরচপত্র চলে। শেখ নিজে শুধু গরুর দুধ পান করেন। তিনি ঋজুদেহ, লম্বা এবং কমনীয় চেহারার একজন মানুষ। শেখের চেষ্টাতেই এই পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। লোকদেরকে ইসলাম ধর্মে নিয়ে আসাটাই শেখের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি তাঁর সামনে হাজির হলে তিনি আমার সাথে কোলাকুলি করেন। তিনি আমার দেশ ও আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি শেখের সাথে তিনদিন কাটালাম'। হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর খানকায় তিনদিন কাটিয়ে ইবনে বতুতা 'নহর আল আজরক' অর্থাৎ বর্তমান সুরমা নদী দিয়ে নদী তীরবর্তী শহর 'হাবাঙ্ক' (হবিগঞ্জে) এর উদ্দেশে রওয়ানা দেন। পনেরো দিন সুরমা নদী দিয়ে ভ্রমণ শেষে 'সুনারকাওয়ান' (Sunarkawan) বা সোনারগাঁওয়ে এসে পৌঁছান। ভ্রমণকালে তিনি শহরগুলোর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি নদী তীরবর্তী এলাকাগুলোতে ব্যবসাকেন্দ্র ও বাজারে শস্যাদি ও ফলফলাদির প্রাচুর্য ও জনসাধারণকে উৎসাহের সাথে কেনাবেচায় রত দেখতে পান। নৌকা দিয়ে যাত্রী ও পণ্য পারাপার কালে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ভরা নদীতে চলাচল করতে দেখেন। এগুলোর উদ্দেশ্য নিজস্ব লোকজন ও সওদাবাহী নৌকা এবং অপরিচিত জলদস্যুদের নৌকা ও জাহাজের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা।

মহান পরিব্রাজক ইবনে বতুতা লেখেন, 'শ্রীহট্ট ভ্রমণ না করা পর্যন্ত

ইবনে বতুতার যাত্রাপথের মানচিত্র

আমার ভারত পরিক্রমা শেষ হলো বলে মনে করি না'। সোনারগাঁও থেকে জাভার উদ্দেশে যাত্রাকল্পে মরক্কো দেশিয় পরিব্রাজক ইবনে বতুতা একটি চীনা জাহাজে উঠে পড়েন। এভাবে ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্টে দু'মাসের কম সময় বাংলাদেশে অবস্থানের মধ্য দিয়ে ইবনে বতুতার এ অঞ্চল ভ্রমণ সমাপ্ত হয়।

১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দ বা তার পরের বছর ইবনে বতুতা মরক্কোয় ইন্তেকাল করেন।

■ *লেখক: ডিজিএম, সিলেট অফিস*

বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মনছুরা খাতুন ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর (সিআইবি) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ সাক্ষাৎকারে তিনি সিআইবি'র বর্তমান কাজের ধারা ও সিআইবিকে আরও সমৃদ্ধ করার বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক অটোমেশন প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সিআইবি'র অনলাইন সেবা চালুকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলবেন কি ?

বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্রিয় এবং দূরদর্শী উদ্যোগের ফলে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সিআইবি'র অনলাইন সেবা চালুকরণ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোমেশন প্রক্রিয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ঋণদানে শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে চালুকৃত অটোমেটেড সিআইবি সার্ভিস হতে ঋণদাতা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্য এবং বর্তমান ঋণগ্রহীতাদের ঋণতথ্য স্বল্পতম সময়ে প্রস্তুত করতে পারছে। এই সিস্টেম থেকে প্রস্তুতকৃত সিআইবি রিপোর্টের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসু করা সম্ভব। সিআইবি অনলাইন সিস্টেম সারা বছর সবসময় (২৪/৭ ভিত্তিতে) চালু থাকে বিধায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে কোন সময় সিআইবি রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারে। ব্যুরো বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর চ্যাপ্টার IV অনুযায়ী ঋণতথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

সিআইবি'র শুরুর কথা কিছু বলি। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের ঋণতথ্যের অপ্রতুলতা ও সময়মতো ঋণতথ্য না পাওয়ার ফলে আশির দশকের দিকে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের (Non Performing Loan) পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং ব্যাংকিং খাতে ঋণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় ঋণ তথ্যভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমন অপরিহার্যতার প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের ১৮ আগস্ট ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো যাত্রা শুরু করে। তখন ব্যুরোতে ব্যাংক কর্তৃক ঋণগ্রহীতাদের পরিচিতিমূলক এবং ঋণ সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য নির্ধারিত ফরমে প্রথমে হার্ডকপি, পরবর্তী সময়ে ডিস্ক বা সিডির মাধ্যমে প্রেরণ করা হতো। তথ্যপ্রাপ্তির পর ব্যুরোর নিজস্ব সার্ভারে তা প্রক্রিয়াকরণের পর সমন্বিত ডাটাবেইজ তৈরি করে সেখান হতে ঋণদাতার ব্যাংকের চাহিদা/আবেদনের প্রেক্ষিতে সিআইবি রিপোর্ট সরবরাহ করা হতো। খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের অনুকূলে কোনরূপ ঋণ সুবিধা আর না দেয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা প্রবর্তন করায় সিআইবি রিপোর্ট নেয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানকল্পে এবং ঋণতথ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং ঋণদাতা কর্তৃক দ্রুত সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহের নিমিত্তে ২০১১ সালের ১৯ জুলাই হতে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সিআইবি'র অনলাইন সেবা চালু করা হয়। বর্তমান সিস্টেমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহকদের মাসিক হালনাগাদ ঋণতথ্য অনলাইনে সিআইবি'র তথ্য ভাণ্ডারে প্রেরণ করছে এবং তারা নিজ নিজ অফিসে বসে তাদের প্রয়োজনে দ্রুত সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করছে। এখন সিআইবি রিপোর্টে ঋণের হালনাগাদ তথ্য ছাড়াও পুরো ১২ মাসের Credit History থাকে। গ্রাহক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য এটি অত্যন্ত সহায়ক বলে আমি মনে করি। সিআইবি অনলাইন সেবা চালুর পর ঋণতথ্য প্রেরণ ও সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সময় ও পরিচালন ব্যয় কমেছে।

সিআইবি ডাটাবেইজ হতে গ্রাহকরা কি ধরনের সেবা পায় ?

আগেই বলেছি ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) মাসিক ভিত্তিতে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণগ্রহীতাদের পরিচিতিমূলক এবং ঋণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই, প্রক্রিয়াকরণসহ একটি গ্রহণযোগ্য ও মানসম্পন্ন হালনাগাদ ডাটাবেইজ তৈরি ও সংরক্ষণ করে। ঋণদাতাগণ উক্ত ডাটাবেইজ থেকে গ্রাহকদের ঋণতথ্য (সিআইবি রিপোর্ট) সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক ঋণ মঞ্জুরি, নবায়ন ও পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যুরোর ডাটাবেইজে পাশাপাশি দুটি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে গ্রাহকের লেনদেনের তাৎক্ষণিক (Real Time) অবস্থা পরিবর্তনের ব্যবস্থা না থাকলেও ঋণদাতাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তা পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ নানাবিধ নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনে এই ব্যুরো থেকে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সিআইপি (রপ্তানি) স্ট্যাটাস প্রদান, শিল্প মন্ত্রণালয়কে সিআইপি (শিল্প), রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি

মহাব্যবস্থাপক মনছুরা খাতুন

এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিআইপি (প্রবাসী) স্ট্যাটাস প্রদান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে বিভিন্ন কোম্পানির আইপিও, রাইট শেয়ার ইস্যু, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে এই ব্যুরো হতে সিআইবি রিপোর্ট সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও ঋণখেলাপিরা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে নির্বাচন কমিশনের চাহিদা মোতাবেক ব্যুরো কর্তৃক সিআইবি সেবা প্রদান করা হয়।

Non Performing Loan (NPL) কমানোর লক্ষ্যে সিআইবি'র ভূমিকা কি ?

সিআইবি সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য খেলাপি ঋণ তথা Non Performing Loan এর পরিমাণ যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনা। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ২৭ কক(৩) ধারা অনুযায়ী কোন খেলাপি ঋণগ্রহীতার অনুকূলে কোন ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনরূপ ঋণ সুবিধা দিতে পারে না। এই ধারা পরিপালন করার লক্ষ্যে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহপূর্বক যথোপযুক্ত ঋণগ্রহীতা নির্বাচন জরুরি। ঋণ সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী যে কোন গ্রাহকের (নতুন/পুরাতন) পূর্ণাঙ্গ ঋণতথ্য, Repayment Behavior এবং তার আর্থিক সক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ মঞ্জুরি, নবায়ন পুনঃতফসিল ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে থাকবে বলে আশা করা যায়। বর্তমান সিআইবি রিপোর্টে কোন গ্রাহক একই সময়ে একাধিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণের আবেদন

স্টেকহোল্ডারদের মতামত

মোঃ রেজাউল করিম
ভাইস প্রেসিডেন্ট
দি সিটি ব্যাংক লিঃ, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ শাখা।

অনলাইন সিআইবি চালুর আগে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটি সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে প্রায় ২ থেকে ৩ মাস সময় লেগে যেত। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান করা বেশ জটিল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া ঋণ প্রদানের খরচ যেমন বেড়ে গিয়েছিল তেমনি সময়মতো ঋণ পাওয়া বেশ কষ্টকর ছিল। এই ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তী সময়ে অনলাইন সিআইবি চালু করে যা ঋণ ব্যবস্থাপনায় এক বিরাট সাফল্য বয়ে এনেছে।

বর্তমানে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তালিকাভুক্ত যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে কোন ব্যাংক গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারছে। এতে ঋণ প্রদানের সময় যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনি ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে, ঋণ অনুমোদনের খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং খেলাপি ঋণ হ্রাসে সহায়ক হয়েছে। সর্বোপরি গ্রাহকের ঋণ Repayment History ব্যাংকারদের সঠিক গ্রাহক নির্বাচনে সহায়তা করছে। তাছাড়া ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অতি সহজে অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে তাদের গ্রাহকদের ঋণ তথ্যও আপলোড করতে পারছে। এককথায় বলা যায়, বর্তমানে অনলাইন সিআইবি ব্যবস্থা ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় একটি উন্নত ও শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

শায়লা জোয়ার্দার (উদ্যোক্তা)
ম্যানেজিং পার্টনার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
নৈঋত আর্কিটেক্টস, বনানী।

অনলাইন সিআইবি রিপোর্ট যে কোন ব্যাংক গ্রাহকের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে এখন অনেক সহায়ক। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি রিপোর্ট নির্ভুল ও তথ্যনির্ভর হয়। আগে ঋণ গ্রহণের আগে ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সিআইবি রিপোর্ট পেতে গ্রাহককে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু এখন ব্যাংকগুলো সহজেই অনলাইনে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গ্রাহকের ঋণ তথ্য পায় বলে সময়ক্ষেপণ হয় না। এতে গ্রাহকের জন্য ব্যাংকের ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়াও দীর্ঘায়িত হয় না।

মোঃ রেজাউর রহমান (আমদানিকারক)
স্বত্বাধিকারী, গ্লোবাল ইমপেক্স, পুরানা পল্টন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী ঋণ গ্রহণের পূর্বে সিআইবি রিপোর্ট পেতে অনলাইন সার্ভিস ঋণ গ্রাহকদের জন্য অনেক সুবিধা বয়ে এনেছে। অনলাইন সার্ভিসের কারণে দ্রুত সিআইবি রিপোর্ট পাওয়া যায়। সময় কম লাগে। এতে ব্যাংকগুলো হতে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়াও দ্রুততর হয়। ব্যাংকের একজন কাস্টমার হিসেবে আমার মনে হয় সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এসেছে এবং ভুল-ভ্রান্তি অনেক কমেছে। অহেতুক হয়রানি কমে গিয়েছে। আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অনলাইন সিআইবি সেবা পরিবেশবান্ধবও বটে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি অনুযায়ী গ্রিন ব্যাংকিংয়ে অনলাইন সিআইবি অন্যতম সুফল বয়ে আনবে।

করলে তা বিবেচনাধীন ঋণ হিসেবে সন্নিবেশিত থাকে যা পূর্বের সিস্টেমে ছিল না। এটি হতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঐ গ্রাহকের ঋণের আবেদনের প্রকৃত চিত্র পেয়ে থাকে। এ ধরনের তথ্য প্রাপ্তির ফলে ঝুঁকিমুক্ত গ্রাহক নির্বাচন করা সম্ভব হয়। ফলে Non Performing Loan (NPL) কমে যাওয়া এবং সামগ্রিক আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা, আস্থা ফিরে আসা ও ঋণ প্রবাহ বেড়ে যাওয়া যুগপৎ ঘটতে থাকে। এভাবেই NPL কমানোতে সিআইবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে/অভ্যাসগত খেলাপিদের ব্যাপারে ঋণদাতাদের সতর্ক থাকতে হবে। তাদের ঋণ আদায়ে মনোযোগী হতে হবে। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদের মাঝে নিবিড় যোগাযোগ থাকতে হবে। খেলাপি হওয়ার আগেই তাদের সতর্ক করতে হবে। এতে সচেতন ঋণগ্রহীতা নিজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে ঋণ পরিশোধ/নিয়মিত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠবে।

সিআইবি'র কার্যক্রম পরিচালনায় বর্তমান লোকবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট যথেষ্ট কি ?

বর্তমানে অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব কার্যালয় থেকে সিআইবি রিপোর্ট প্রস্তুত করছে। তবে যথাযথভাবে এ রিপোর্ট প্রস্তুতকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Monthly Batch Data এর মাধ্যমে ঋণতথ্য প্রেরণ এবং তা যাচাই বাছাইপূর্বক নির্ভুল তথ্য ডাটাবেইজে Upload করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য লোকবল স্বল্পতা রয়েছে। লোকবল স্বল্পতার দরুন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, যথাসময়ে প্রয়োজনীয় MIS রিপোর্ট প্রস্তুত করা সময়সাপেক্ষ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আরও আধুনিক, সহজে ব্যবহার উপযোগী, সম্প্রসারণযোগ্য সিস্টেম তৈরির জন্য জনবল বাড়ানো এবং লজিস্টিক সাপোর্ট প্রয়োজন।

সিআইবি অনলাইন কার্যক্রম উন্নয়নে কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

গ্রাহক সেবাদানে বর্তমান সিআইবি অনলাইন সিস্টেমটি যথেষ্ট আধুনিক ও বিশ্বমানের যাতে উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। সিস্টেমটির মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রুততম সময়ে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারলেও তা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক MIS রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রয়োজনমাফিক সিআইবি'র নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন MIS রিপোর্ট প্রস্তুত করা হচ্ছে। বর্তমান সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বিবেচনা করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক একটি আধুনিক ও সহজে ব্যবহার উপযোগী সিস্টেম তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

নির্ভুল ডাটাবেইজ তৈরির লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ইনপুট দেয়ার সময় কী কী বিষয়ে মনোযোগ দেয়া উচিত ?

সিআইবি অনলাইন সার্ভিসের জন্য পলিসি এবং গাইডলাইন বিস্তারিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। সে অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের ঋণগ্রহীতাদের পরিচিতিমূলক (Subject data file) এবং ঋণ সংক্রান্ত (Contract data file) তথ্য সন্নিবেশ/হালনাগাদ করলে ডাটাবেইজ সঠিকভাবে তৈরি করা যাবে। যেহেতু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ডাটাবেইজে মাসিকভিত্তিতে ডাটা প্রেরণ করে সেহেতু গ্রাহকদের প্রয়োজনের দুটি মাসের অন্তবর্তী সময়ে ঋণ নবায়ন/পুনঃতফসিল/সমন্বয় সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করতে হলে তা করার জন্য ব্যুরোতে পত্র প্রেরণ করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ৫ গগ ধারা অনুসরণপূর্বক শুধুমাত্র উক্ত আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে সিআইবি ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সর্বোপরি নির্ভুল তথ্য দেবার ব্যাপারে তাদেরকে আন্তরিক হতে হবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

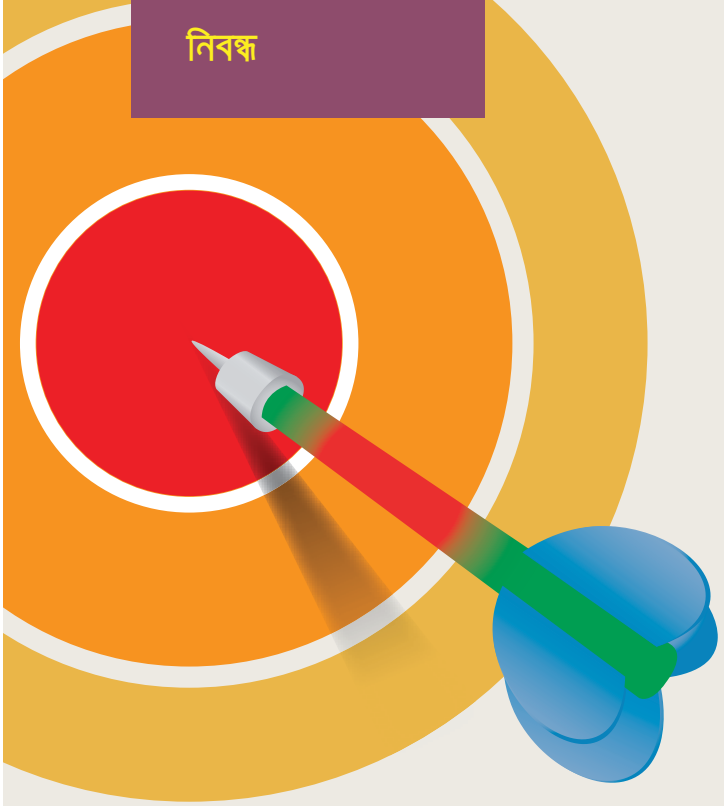

মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন ঃ সম্ভাবনা ও করণীয়

মোস্তাফিজুর রহমান

আগামী ২০২১ সালের আগে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন এখন বাংলাদেশের। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের পূর্বেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতে অগ্রগতির সময়ভিত্তিক প্রক্ষেপণ বা রূপরেখা উল্লেখপূর্বক সরকার 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১' প্রণয়ন করেছে। চলতি অর্থবছরে শেষ হতে যাওয়া ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং তার ধারাবাহিকতায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আয়ের ভিত্তিতে দেশগুলোর বিভাজনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

আয়ের ভিত্তিতে দেশগুলোর শ্রেণিবিভাজনের ধারণাটি মূলত বিশ্বব্যাংকের। ঋণপ্রদানের সুবিধার জন্যই বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন দেশকে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে মোট চারটি শ্রেণিতে ভাগ করে। 'এটলাস' পদ্ধতিতে বিশ্বব্যাংক প্রতিটি দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় নিরূপণ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে প্রথমে পঞ্জিকা বর্ষে স্থানীয় মুদ্রায় প্রতিটি দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের পর মার্কিন ডলার ও স্থানীয় মুদ্রার তিন বছরের গড় বিনিময় হার ব্যবহারের মাধ্যমে সেদেশের জাতীয় আয় মার্কিন ডলারে রূপান্তর করা হয়। পরবর্তী সময়ে উক্ত জাতীয় আয়কে আলোচ্য বছরের মাঝামাঝি সময়ে ঐদেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাথাপিছু জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ার কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং বিশ্বব্যাংকের 'এটলাস' পদ্ধতিতে পরিমাপিত মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ সাধারণত ভিন্ন হয়।

শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের এই বিভাজন করা হয়। সেজন্য কোন একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে জাতিসংঘের শ্রেণিকরণটি বেশি গ্রহণযোগ্য। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল মাথাপিছু আয়ের পাশাপাশি আরও দুটি আর্থ-সামাজিক সূচক, যথা - মানবসম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক বিবেচনাপূর্বক বিশ্বের দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত এই তিন ভাগে ভাগ করে। এটি প্রতি তিন বছর পরপর হালনাগাদ করা হয়। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সাল থেকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। জাতীয় আয়ের পরিমাণ উন্নীত করা সাপেক্ষে বিশ্বব্যাংকের প্রচলিত পদ্ধতি মোতাবেক মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হলেও মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে 'স্বল্পোন্নত দেশ' এর তালিকা থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে আসতে পারবে না। বিশ্বব্যাংক প্রতিবছর আয়ের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাজন হালনাগাদকরণের পর পহেলা জুলাই নতুন তালিকা প্রকাশ করে। বর্তমানে ২০১৩ সালের উপাত্তের ভিত্তিতে মাথাপিছু জাতীয় আয় অনুযায়ী বিশ্বব্যাংকের চারটি শ্রেণি হলো ঃ নিম্ন আয়ের দেশ (মার্কিন ডলার ১,০৪৫ পর্যন্ত), নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ (মার্কিন ডলার ১,০৪৬ থেকে ৪,১২৫), উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ (মার্কিন ডলার ৪,১২৬ থেকে ১২,৭৪৫) এবং উচ্চ আয়ের দেশ (মার্কিন ডলার ১২,৭৪৬ এর বেশি)।

আয়ের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের শ্রেণিবিভাজনে বিভিন্ন আয় শ্রেণির নিম্ন বা উচ্চসীমা অপরিবর্তনীয় কোন পরিমাণ নয়। বরং পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতি ও আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন নির্দেশকের গতি-প্রকৃতি বিবেচনায় বিশ্বব্যাংক আনুমানিক প্রতি বছরই উক্ত সীমা পরিবর্তন করে থাকে। যেমনঃ ২০০১ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার জন্য বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী একটি দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় হওয়া প্রয়োজন ছিল মার্কিন ডলার ৭৪৬, যা ধারাবাহিকভাবে বেড়ে ২০১৩ সালে হয়েছে মার্কিন ডলার ১,০৪৬ পর্যন্ত। ক্রমবর্ধমান এই ধারা লক্ষ্য করে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় আগামী ২০২১ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার নিম্নমাত্রা আরও বাড়বে। বিগত ১০ বছরের নিম্নমাত্রা বৃদ্ধির এই প্রবণতা বিবেচনা করলে আগামী ২০২১ সালে কোন একটি দেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার জন্য সেদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় কমপক্ষে মার্কিন ডলার ১,৩১০ হতে হবে বলে পূর্বাভাস পাওয়া যায়। অবশ্য ২০১২ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত 'বাংলাদেশ দ্রুত, ব্যাপক ও টেকসই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য- সুযোগ ও বাধাসমূহ' শীর্ষক প্রতিবেদনে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার জন্য মাথাপিছু জাতীয় আয়ের নিম্নমাত্রা মার্কিন ডলার ১,৪৪৬ হতে পারে বলেও আভাস দেয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ সালে এটলাস পদ্ধতিতে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল মার্কিন ডলার ১,০১০। মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ক্রমবর্ধমান ধারা ২০০১ সাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় আয়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলোর ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকলে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ক্রমবর্ধমান ধারাও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায় আর ২০২১ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ হতে পারে মার্কিন ডলার ১,৪১০। অর্থাৎ, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার নিম্নমাত্রা এবং বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় উভয়টিই বর্তমান ক্রমবর্ধমান ধারা অনুযায়ী বৃদ্ধি পেলেও ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার ইপ্সিত লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে।

বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির পেছনে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী উপাদানগুলো আগামী বছরগুলোতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হবে কি না সেটাই এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বব্যাংকের

প্রতিবেদনে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার প্রধানতম শর্ত হিসেবে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫-৮.০ শতাংশে উন্নীত এবং প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ বজায় রাখার তাগিদ দেয়া হয়।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় আগামী ২০১৫ সালে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২১ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। নিচের সারণীতে মোট দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি খাতে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপিত পরিমাণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের পর গত তিন অর্থবছরে অর্জিত প্রকৃত পরিমাণ উল্লেখ করা হলো ঃ

স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

	১১ -১২	১২ -১৩	১৩ -১৪	১৪ -১৫	১৫ -১৬	১৬ -১৭	১৭ -১৮	১৮ -১৯	১৯ -২০	২০ -২১
প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি	৭.০	৭.২	৭.৬	৮.০	৮.৩	৮.৭	৯.১	৯.৪	৯.৭	১০.০
অর্জিত প্রবৃদ্ধি	৬.৫২	৬.০১	৬.১২							

দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে উচ্চ প্রক্ষেপণের বিপরীতে গত তিন অর্থবছরে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়নি। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা মোতাবেক ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিকভাবে চলতি অর্থবছরে (২০১৪-১৫) প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ৮.০ শতাংশ থাকলেও গত তিন বছরের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় বাজেট ঘোষণার সময়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ৭.৩ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়। বিশ্বের দেশগুলোর দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসসম্বলিত 'বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন বিশ্বব্যাংক প্রতি বছর নিয়মিত প্রকাশ করে। গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদনে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.২ শতাংশ হতে পারে বলে আভাস দেয়া হয়েছে।

২০২১ সালে জিডিপিতে উৎপাদনশীল খাতের অবদান ২৭ শতাংশ সহ শিল্পখাতের মোট অবদান বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭ শতাংশ হবে মর্মে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। গত চার অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ২৬.৮, ২৭.৪, ২৮.১ এবং ২৯.০ শতাংশ। বৃদ্ধির এই হার আরও গতিশীল করতে না পারলে বর্তমান ধারাবাহিকতায় আগামী ২০২১ সালে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান বেড়ে দাঁড়াবে ৩৪.০৭ শতাংশ যা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রায় ৩ শতাংশ কম। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে প্রতি বছর জিডিপিতে উৎপাদনশীল খাতের অবদান কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ অনুযায়ী বাড়েনি। গত চার বছরে যথাক্রমে ১৭.২, ১৭.৮, ১৮.৩ ও ১৯.০ শতাংশ অবদানের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০২১ সালে জিডিপিতে উৎপাদনশীল খাতের অবদান প্রক্ষেপিত ২৭ শতাংশের বিপরীতে ২৩.১ শতাংশ হতে পারে।

দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়ার ক্ষেত্রে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। কারণ, জাতীয় আয়ের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের পাশাপাশি প্রবাসীদের পাঠানো অর্থও অন্তর্ভুক্ত আছে। এই প্রবাসী আয়ের কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। স্বাভাবিকভাবেই, দেশজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দেশজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। গত কয়েক বছরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ বেড়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি উভয়খাতে বছর-ওয়ারী বিনিয়োগের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক আগামী ২০১৫ সালে দেশে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দেশজ উৎপাদনের ৩২.৫ শতাংশ হবে যা পর্যায়ক্রমে বেড়ে ২০২১ সালে ৩৮ শতাংশ হবে বলে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে গত তিন অর্থবছরে সরকারি কিংবা বেসরকারি কোন খাতেই ইপ্সিত বিনিয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

ইতোমধ্যে, স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সহায়ক খাতগুলোতে অনেক ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের কারণে অর্থনীতিতে অবদান রাখছে এমন খাতের সংখ্যা বাড়ছে। যেমনঃ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের আওতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপখাত যুক্ত হয়েছে। এসব খাতের উৎপাদন তথ্য অতীতে জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ভবিষ্যতে এসব নতুন খাতের উৎপাদনের পরিমাণ জিডিপিতে যুক্ত হলে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে মাথাপিছু আয়ও বাড়বে।

চলতি অর্থবছরে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ পুর্তির ধারাবাহিকতায় সরকার আগামী অর্থবছর থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। ২০১২ সালে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরুর পর অতিবাহিত তিন অর্থবছরে অর্জিত অভিজ্ঞতা আমলে নিয়ে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা হবে। ২০১১ থেকে দেশে বিনিয়োগের ধীর গতি ছিল। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বাড়ানোই হবে এখন মুখ্য লক্ষ্য। বেসরকারি খাতই বিনিয়োগের প্রধান চালিকাশক্তি বিবেচনায় ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা আবশ্যক। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থাসহ অবকাঠামো উন্নয়নই হচ্ছে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্পকারখানায় গ্যাস ও বিদ্যুতের সংযোগ সহজলভ্য ও নিরবচ্ছিন্ন করা না গেলে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে না। পাশাপাশি, সারাদেশে বিশেষ করে সমুদ্র বন্দরকেন্দ্রিক শিল্পায়ন করা সম্ভব হলে রপ্তানি বাণিজ্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সমুদ্রসম্পদও দেশজ উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রবাসী আয়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সাথে সাথে প্রবাসীদের প্রেরিত আয় উৎপাদনশীল খাতে যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, জনশক্তি বাজারে চাহিদা ও সম্ভাবনা মূল্যায়নপূর্বক নতুন নতুন দেশে জনশক্তি প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে এ খাতে বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। রাজস্ব আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নতুন নতুন ক্ষেত্র থেকে রাজস্ব আহরণে বিশেষ নজর দিতে হবে। সর্বোপরি, দেশে সকল ক্ষেত্রে সুশাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক।

সরকারের সমন্বিত উদ্যোগে ইতিবাচক মানসিকতায় দেশবাসীর কার্যকর প্রচেষ্টায় অর্থনীতির সকল খাতে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ঘটিয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের পূর্বেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে সবাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। সফলতার এই ধারাবাহিকতায় আর্থ-সামাজিক সকল সূচকে উত্তরণ ঘটিয়ে বাংলাদেশ অচিরেই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসবে - এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

■ *লেখক: ডিডি, সিবিএসপি সেল, প্র.কা.*

স্মৃতির পাতায় '৭১'

মোঃ হাসান আসকারী ভূঞা

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। তৎকালীন পাকিস্তানের এ অংশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। চারিদিকে শুধু মিটিং মিছিল। রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের পর মূলত পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ এ প্রদেশ তাঁর নির্দেশেই চলছিল। ২৩শে মার্চ আমরা তিন ভাই মিলে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে আমাদের নারায়ণগঞ্জ শহরের জামতলাস্থ বাসা হতে গ্রামের বাড়ি যাই। আমাদের বাড়ি সোনারগাঁও থানার কাঁচপুর ইউনিয়নের বেহাকৈর গ্রামে। ভাইদের মধ্যে আমিই সবার বড়।

আমাদের গ্রামে একটি হাট আছে। নাম গঙ্গাপুর হাট। প্রতি রবিবারে এখানে সাপ্তাহিক হাট বসে। দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে লোকজন এখানে বেচাকেনার জন্য আসে। হাটে ৪-৫টি মুদির দোকান ছিল। হাটের দিন ব্যতীত অন্য ছয়দিন গ্রামের লোকেরা এই মুদি দোকানগুলি থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করত। ২৬শে মার্চ সকালে আমি হাটে যাই। সেদিন হাটবার ছিল না। তখনতো বর্তমান সময়ের মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। সেখানে গিয়ে শুনলাম, মানুষজন বলাবলি করছে রাতে ঢাকার দিকে লাল আগুনের আভা দেখেছে আর কামানের গর্জন শুনেছে। ক্রমেই ব্যাপারটা মানুষের মধ্যে গুঞ্জনের সৃষ্টি করে। পরে যখন আমরা গিয়ে দেখি সারি বেঁধে, দলে দলে লোকজন গাট্টি-বোঁচকা মাথায় নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রামের মেঠোপথ ধরে ছুটছে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে সবকিছু জানতে পারি। গ্রামে আমার এক চাচা ও তার পরিবার এবং আমার দাদা-দাদি থাকেন। ২৭শে মার্চ সকালে আমার চাচা নারায়ণগঞ্জ শহরে অবস্থানরত আমার বাবা-মা ও বোনদের খবর নেওয়ার জন্য আমাকে বললেন। তখন আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। তরুণ বয়স তাই শরীর ও মনে প্রচণ্ড শক্তি। চিটাগাং রোড দিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। আমার চাচাতো ভাইবোনদের লেখাপড়ার জন্য হাশেম নামে একজন লজিং শিক্ষক ছিলেন। আমি তাকে সাথে নিয়ে মদনপুর রেললাইন দিয়ে হেঁটে রওনা হলাম। সেদিন ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। শীতলক্ষ্যা নদী পার হওয়ার জন্য নারায়ণগঞ্জ শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত নবীগঞ্জ গুদারাঘাটে আসি। পায়ে হেঁটে সেই দীর্ঘ ক্লান্তিকর পথ পাড়ি দেওয়ায় খুব ক্ষুধা অনুভব করি। ঘাটের কাছে দেখি এক লোক ঝুড়িতে নিয়ে খিরা বিক্রি করছে। প্রতিটি খিরার দাম তখন ছিল দু'আনা। সেদিন ক্ষুধা ও ক্লান্তির মধ্যে খিরা খেয়ে যে স্বাদ পেয়েছিলাম, আজ পর্যন্ত খিরা খেয়ে সে স্বাদ পাইনি।

অবশেষে শীতলক্ষ্যা নদী পার হলাম। শহরে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। লোক চলাচল কম। রিক্সা কিংবা গাড়ি কোনোটাই চলাচল করছে না। পাক সেনারা যাতে গাড়ি নিয়ে শহরে ঢুকতে না পারে সেজন্য রাস্তায় কিছুদূর পর পরই গাছের গুঁড়ি, ইট, পাথর, মালগাড়ির বড় বড় বগি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়। আমরা যখন জামতলার বাসায় পৌঁছি, তখন দুপুর। দেখি আমার মায়ের রান্না প্রায় শেষ পর্যায়ে। আমরা আসার সাথে সাথে মা আমাদের দুজনকে ভাত বেড়ে দেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করামাত্র শুনি গোলাগুলির আওয়াজ। জীবন বাঁচানোর জন্য আবার দৌড় দিলাম। বাড়ির অনতিদূরেই ছিল আমার বড় মামার বাড়ি। গিয়ে দেখি মামা ভাত খাচ্ছেন। তাকে ঘিরে আমরা কি করব পরামর্শের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। তিনি সবাইকে কানে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বললেন। আমি আমার মামাতো ভাই তৈমুর আলম খন্দকার ও তাদের বাড়িতে কাজ করার ৩-৪ জন শ্রমিক সবাই মিলে বাংলো ঘরে কানে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি। তখনও গোলাগুলির আওয়াজ হচ্ছিল।

২৭শে মার্চ দুপুরে নারায়ণগঞ্জ শহর দখল করার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অগ্রসর হয়। শহরের প্রবেশপথ শশ্মানঘাট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের গতিরোধ করে। শুরু হয় প্রচণ্ড গোলাগুলি। এক পর্যায়ে আতঙ্কে আমাদের পরিবার আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। আমরা শহরের দক্ষিণে অবস্থিত কাশিপুরের দিকে হাঁটতে থাকি। রাস্তায় হাজার হাজার লোককে জীবন বাঁচানোর জন্য কাশিপুরের দিকে ছুটতে দেখলাম। পথিমধ্যে আনুমানিক ২০/২৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে অস্ত্র হাতে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখি। দেখে বুকটা ভরে গেল। মনে হলো, না আমরা একেবারে অসহায় নই। আমাদেরও অন্যায় প্রতিরোধ করার শক্তি আছে। মামার বাড়ি থেকে যে লোকটার পিছু পিছু গিয়েছিলাম তিনি তখন তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন। আমরা মোট তিনটি পরিবার সেখানে ছিলাম। একটা মামার পরিবার, অন্যটি বাবার খালাতো ভাইয়ের পরিবার এবং সেই সাথে আমাদের পরিবার। ভুলবশত বাকি দুই পরিবার হতে আমরা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। বিকেলে বড়মামা খোঁজাখুঁজি করে আমাদের তিন পরিবারকে একত্রিত করেন। মামা কাশিপুরে তার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে যান। এতগুলো মানুষকে তারা রাতে অনেক আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন।

পরের দিন নাস্তা খাওয়ার পর আমরা বুড়িগঙ্গা নদী পাড়ি দিয়ে ডিগ্রীচর যাই। ডিগ্রীচর এলাকাটি বালুময়। মামার পূর্বপরিচিত এক লোকের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিই। তখন মানুষ খুব আন্তরিক ছিল। কেউ কাউকে একটু সাহায্য করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করত। আমরা সবাই একত্রে ছিলাম। বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে সবার শেষে ঘরে তালা লাগিয়ে দেরি করে আসেন। তিনি মামা বাড়িতে এসে আর আমাদের দেখা পাননি। ডিগ্রীচর গিয়ে শুনি পাক হানাদাররা শহরে ৬-৭ জন লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। এ খবর শুনে এক অজানা আশংকায় বুকটা কেঁপে উঠে। সেখানে গিয়ে বাবাকে খুঁজলাম। দূর থেকে বাবার মতো কাউকে মনে হলে দৌড়ে গিয়েছি। দেখেছি বাবা নয়। ডিগ্রীচরে একরাত কাটিয়ে পরদিন নাস্তা সেরে নদীর পাড়ে আসি। সেখান থেকে বড় এক খোলা নৌকায় করে মুক্তারপুর, কমলাঘাট,

মুন্সীগঞ্জ হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের লাঙ্গলবন্দ ব্রিজের নিচে নামি। সেখান থেকে আমরা কখনও মূল রাস্তা ধরে কখনওবা গ্রামের ভেতর দিয়ে মদনপুর পৌঁছি। মদনপুরের গ্রামের ভেতর দিয়ে যখন যাই গ্রামের পুরুষ মহিলারা কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে থাকে। সেই পাড়া শেষ হওয়ার পর শুরু হয় বিস্তর ফসলের মাঠ। মাঠে নামার পর আমাদের গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। দূর থেকে যতই কাছে যাই ততই সবকিছু স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। বাড়িতে এসে দেখি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বাবা আরও দুই দিন আগেই এখানে এসে পৌঁছেছেন। বাবাকে দেখে মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল। আমার চাচি আমাদের দূর থেকে দেখেই চুলোয় রান্না চড়িয়ে দেন। আমরা বাংলো ঘরে বসে পরম তৃপ্তি সহকারে খাই। পরের দিন মামা ও চাচা পরিবারের সবাই নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে যান। আমার বাবা, বড়মামা ও এই চাচা নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত গ্রীন্ডলেজ নামতে একটি ব্যাংকে চাকরি করতেন। বাবা এপ্রিল মাসে চাকরিতে যোগদান করেন। সেখানে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার সুবিধার জন্য মা ও ছোটবোন সহ নারায়ণগঞ্জে চলে আসেন। আমরা বাকি ভাইবোনেরা গ্রামে থাকি। মাঝে মাঝে আমার বড়বোন ও আমি নারায়ণগঞ্জের বাসায় এসে থাকতাম। মা তখন ছোটবোনকে নিয়ে গ্রামে চলে যেতেন।

অক্টোবর মাসের এক ঘটনা। তখন শনিবার হাফ অফিস হতো ও রবিবারে অফিস বন্ধ থাকত। এক শনিবারে দুপুর গড়িয়ে যায়। কিন্তু বাবা তখনও আসছেন না। আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল। বড়বোনকে দেখি জোহরের নামাজ শেষে জায়নামাজে বসে কাঁদছে। আমি বাসা থেকে বাবার খোঁজে বের হলাম। মূল রাস্তায় ওঠার পর দেখি দলে দলে গাড়ি ভর্তি পাকিস্তানি আর্মি ঢাকার দিকে যাচ্ছে। চাষাঢ়া রেলক্রসিংয়ের সামনে যাওয়ার পর দেখি একটা আর্মির জিপ থামল। আমি এটা দেখে সামনে না এগিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলাম। আর্মিরা রাস্তার পাশে এক মুচিকে ডেকে কি যেন জিজ্ঞাসা করল, মুচি ঢাকার দিকে হাত ইশারা করে দেখিয়ে দিল। গাড়ি চলে যাওয়ার পর আমি এবং আরও কয়েকজন মুচিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আর্মি কি বলেছে ? সে তখন বলল, ঢাকা কোন দিকে এটা জানতে চেয়েছে। তখন একজন বলে, তুমি উল্টো দিকে দেখিয়ে দিলে না কেন ? আমি আরও সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি, বাবা একটা ইলিশ মাছ কিনে দড়িতে ঝুলিয়ে আসছেন। আমাকে দেখে বলে, তুই আসছিস কেন ? দেখিস না আর্মির নতুন চালান আসছে। আমি বললাম, আমরা আপনার জন্য চিন্তা করছি। তিনি বললেন, আমি বাজারে যাওয়াতে একটু দেরি হয়েছে।

এর কিছুদিন পর আরও একটি ঘটনা ঘটে। একদিন আমি হাশেমসহ নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছি। বাস থেকে চিটাগাং রোড নেমেছি। তখন কাঁচপুর ব্রিজের কাজ চলছিল। সেতুর কাজের জন্য এ রাস্তা দিয়ে গাড়ি ও লোক চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়। সেই রাস্তারই সমান্তরালভাবে দক্ষিণ পাশ দিয়ে আরও একটি রাস্তা ছিল। আর ছিল দুই রাস্তার মাঝখান দিয়ে ডিএনডির পানি নিষ্কাশনের খাল। বাস থেকে নামার পর দেখি রাস্তায় লোকজন নেই। দুইজন আর্মি সিভিল ড্রেসে কথা বলতে বলতে বড় রাস্তায় আসছে। আমি ইচ্ছা করেই দ্রুতবেগে তাদের দুইজনের মাঝখান দিয়ে চলে গেলাম। সামান্য এগিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি একজন আর্মি পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আতঙ্ক নিয়ে খেয়া পারাপারের জন্য নদীর ঘাটে যাই। ঘাটের কাছাকাছি দুটি দেয়াল দেয়া টিনশেড ঘর ছিল। সেখানে সশস্ত্র দুজন আর্মি কর্তব্যরত ছিল। একজন ফর্সা ও অন্যজনের গায়ের রং কালো। ফর্সা আর্মিটিকে দেখলাম দুইজন টুপি পাঞ্জাবি পরা লোকের সাথে খুব হাসিখুশিভাবে কথা বলছে। আর কালো আর্মিটি তখন বসে উর্দু পত্রিকা পড়ছে। আমরা একটু দূর দিয়ে তাড়াতাড়ি ঐ পথ অতিক্রম করছিলাম। এমন সময় আর্মিদের কাছ থেকে ঐ লোক দুটি বিদায় নেয়। তখন ফর্সা আর্মিটি আমাদের ডেকে বলে, এদাঁড়াও। তুম ডান্ডি কার্ড লাও। উর্দু বলতে পারি না। কিন্তু তার কথা পুরোপুরিই বুঝতে পারি। আমি বললাম, ডান্ডি কার্ড নেহি। তখন সে বলে, তুম মুক্তি হ্যায়। আমরা বললাম, নেহি। তখন সে বলে, তুম কেয়া করতি হো। তারা ছাত্রদের উপর খুব ক্ষ্যাপা ছিল।

> *এক পর্যায়ে আতঙ্কে আমাদের পরিবার আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। আমরা শহরের দক্ষিণে অবস্থিত কাশিপুরের দিকে হাঁটতে থাকি। রাস্তায় হাজার হাজার লোককে জীবন বাঁচানোর জন্য কাশিপুরের দিকে ছুটতে দেখলাম। পথিমধ্যে আনুমানিক ২০/২৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে অস্ত্র হাতে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখি। দেখে বুকটা ভরে গেল। মনে হলো, না আমরা একেবারে অসহায় নই।*

জীবন বাঁচানোর জন্য নাকি মিথ্যা কথাও বলা যায়। তখন নদীর পাড়ের একটা মিল দেখিয়ে বললাম আমরা ঐ মিলে শ্রমিকের কাজ করি। এক পর্যায়ে সে বলে, উর্দু বাতাও। আমরা তখন বলি, নেহি। অর্থাৎ বুঝাতে চেয়েছি যে, আমরা উর্দু বলতে পারি না। এমন সময় উর্দুতে সে বলে, যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা মুক্তি বাহিনীর সদস্য। পাশের একটি ঘর দেখিয়ে বলে, আজকে এ ঘরে বেঁধে রেখে পিটাব। পরের দিন ক্যান্টনমেন্টে চালান করে দেব। এই বলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বারবার আমাকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা দিচ্ছিল আর বলছিল চলো, চলো। কিন্তু আমি মোটামুটি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

আমি ভাবছিলাম আমাদের ভাষা তারা বুঝে না। আমরাও নিজেরা উর্দু বলতে পারি না। একবার যদি ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে তখন আর বের হতে পারব না। আতঙ্কিত হলেও আমার মন বলছিল, একসময় সে আমাদের ছেড়ে দিবে। পরে তার একটু সুমতি হয়। সে চেয়ারে বসে পড়ে এবং হাশেমকে বলে, তুমহারা সাথ মে কেয়া আছে ? এই বলে তার পকেট তল্লাশি করে। সম্ভবত তার পকেটে এক টাকা চার আনা ছিল। উর্দুতে বলছে, আরও কিছু আছে কি না। হাশেম বলে, নেহি।

তবে হাশেমের পোশাকের সাথে একটা জিন্নাহ মার্কা ১০০/- টাকার নোট ভাঁজ করে সেলাই করা ছিল। সেই টাকার মূল্য তখন অনেক। এই টাকায় আড়াই মন উন্নত মানের সিদ্ধ চাল পাওয়া যেত। আমি তখন একটু ভয় পাই। ভাবলাম, যদি ভালো করে চেক করে এই টাকা পায় তবে হয়তো রাগের মাথায় গুলি করে মেরে ফেলতে পারে। তখন আমি নিজে একটু ভালোমানুষি করে সামনে এগিয়ে যাই, আমাকে তল্লাশি করার জন্য। সে বলে, নেহি। সে তখন হাশেমের ভাংতি পয়সাটা ফেরত দিয়ে ১ টাকা নিয়ে নেয় এবং আমাদেরকে বলে, রাজি হ্যায়। আমরা দুজনেই একসাথে বলি, হ্যাঁ রাজি হ্যায়। মনে মনে বলি, যেখানে জীবন বাঁচেনা সেখানে মাত্র ১ টাকা নিয়ে জিজ্ঞাসা করছে রাজি আছি কি না ! আমার মনে হলো যে, সে এটা ইসলামি মতে জায়েজ করে নিতে চাচ্ছে যাতে শেষ বিচারের দিন সে দেনাদার না থাকে। কোনোরকম ছাড়া পেয়ে দ্রুতবেগে আমরা খেয়া পার হই এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে জীবন বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

■ *লেখক : জেডি, এফইওডি, প্র.কা.*

স্বাধীনতার স্বাদ

নাজমুল হুদা

আমি আমার অবারিত স্বপ্নে, কল্পনালোকের
ছায়াপথ, কক্ষপথ ঘুরে, নিশিদিন জুড়ে
স্বাধীনতাকে খুঁজেছি।
আমি অপূর্ব জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয়
অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে, ঊষার ভোরে
স্বাধীনতাকে বুঝেছি।
আমি পাকা ধানের গন্ধে, শ্যামল কাঁঠালি ছায়ায়
দখিনা হাওয়ায়, বাঁশির সুরের মায়ায়
স্বাধীনতার কথা শুনেছি।
আমি দুর্বোধ্য কবিতার প্রতিটি বর্ণমালায়
স্বপ্নীল কথায় কিংবা সুবিস্তৃত নকশিকাঁথায়
স্বাধীনতার কথা বুনেছি।
আমি সবখানে- শ্লোগানে, আন্দোলনে
উত্থানে জাগরণে কিংবা গভীর অবসাদে
সারালগ্ন মগ্ন হয়েছি স্বাধীনতার স্বাদে।

কবি পরিচিতি: এডি, খুলনা অফিস

আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে !

মোঃ সাইফুল আজম

আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে
যেদিন আমার ভাই লাল সূর্য
আনতে গিয়ে ফেরেনি আর ঘরে !
আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে,
যেদিন আমার বোনের শাড়ির আঁচল
তারা জোর করে নিয়েছিল কেড়ে !
আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে,
যেদিন অধিকারের কথা বলতে গিয়ে
ভেতরের সকল ভীতি গিয়েছিল উড়ে !
আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে,
যেদিন অত্যাচারীর দল শত চেষ্টায়ও
মোদের রাখতে পারেনি তাদের শৃঙ্খলে ধরে !
আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে,
যেদিন শকুনের দল তুলোধুনো হয়ে
বাংলার জনপথ গিয়েছিল ছেড়ে !
আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে,
যেদিন এ বাংলায় লাল সবুজের পতাকা
পতপত করে আকাশে বাতাসে ওড়ে !
আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে,
যেদিন স্বৈরাচার ও নিমকহারামের দল
নিয়েছিল মোদের ভোটের অধিকার কেড়ে !
আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে,
যেদিন বাংলার অধিকারচেতা মানুষ
ভোটাধিকার পেল জীবন দিয়ে লড়ে !
অবশেষে আমি সেদিনের কথা ভাবতে চাই
যেদিন এদেশে শোষক, নিপীড়ক, অত্যাচারী,
স্বৈরাচার, দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরের অস্তিত্ব নেই...

কবি পরিচিতি: এডি, চট্টগ্রাম অফিস

কবিতার কি প্রয়োজন ?

মোঃ বায়েজীদ সরকার

কবিতা লেখার জন্য দরকার একটি কলম, এক টুকরো কাগজ
আর হৃদয় নিংড়ানোর জন্য খানিকটা সময়।
এই তিনের সমন্বয়ে মানুষ কবিতার জন্ম দেয়।
এসব কি একজন কৃষকের আছে ?
এসব কি একজন ভাসমান দিনমজুরের আছে ?

একজন বুভুক্ষু কবিতা কি জানেনা।
একজন মঙ্গা পীড়িত কবিতা কি জানেনা।
অনিশ্চিত আগামীকালের অপেক্ষারত দুর্ভাগা কবিতা কি জানেনা।
তবে ভাগ্য কেড়ে নিয়ে তাদেরকে দুর্ভাগা
বানানো মানুষগুলো ঠিকই কবিতা লেখে।

আসলে ক্ষুধার্তের যাতনাগুলো এক একটি কবিতা।
রাষ্ট্রীয় অসম সুযোগের কারণে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া
মানুষগুলো এক একটি কবিতা
বিশ্বের প্রতিটি সংখ্যালঘুর গুমরে ওঠা আর্তনাদ এক একটি কবিতা।
তাই কবিতাকে নিয়ে কবিতা লেখার কি দরকার ?
কবিতাকে নিয়ে কলঙ্কিত কবিতার কি দরকার ?

কবিতা নয়-
মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার জন্য দরকার দুটি পরিশুদ্ধ নয়ন।

কবি পরিচিতি: জেডি, সিইইউ, প্র.কা.

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

"অথচ শুদ্ধ হয় 'এতে' লিখলেই"

'এতে করে' হরদম লেখা চলছেই
অথচ শুদ্ধ হয় 'এতে' লিখলেই।
'এতে করে আমাদেরই বিজয় হল'
এরকম বাক্যের ভুল কী তা বলো।
বাক্যটি থেকে তুমি 'করে' মুছে দাও
অমনি ভুলটা দেখো হয়েছে উধাও।

[বাক্যে আমরা অনেকসময় অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার করি। যেমন লিখি, 'এতে করে সব সমস্যার সমাধান হল।' এই বাক্যে 'করে' শব্দটির কোন প্রয়োজনই নেই। 'এতে সব সমস্যার সমাধান হল' লেখাই যথেষ্ট।
এ প্রসঙ্গে রাজশেখর বসুর কয়েকটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে : 'শব্দের অপব্যয় করলে ভাষা সমৃদ্ধ হয় না, দুর্বল হয়। যেখানে 'ব্যর্থ হইবে' লিখলে চলে, সেখানে দেখা যায়, 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে'। অনেকে 'দিলেন' স্থানে 'প্রদান করিলেন','যোগ দিলেন' স্থানে 'অংশগ্রহণ করিলেন' বা 'যোগদান করিলেন', 'গেলেন' স্থানে 'গমন করিলেন' লেখেন। 'হিন্দীভাষী' লিখলেই অর্থ প্রকাশ পায়, অথচ লেখা হয় 'হিন্দীভাষাভাষী', 'কাজের জন্য (বা কর্মসূত্রে) বিদেশে গিয়াছেন' - এই সরল বাক্যের স্থানে দুরূহ অশুদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায়- 'কর্মব্যপদেশে বিদেশে গিয়াছেন'। ব্যপদেশের মানে ছল বা ছুতা'।
রাজশেখর বসু যথার্থ বলেছেন। অহেতুক শব্দপ্রয়োগ ভাষার শক্তি বাড়ায় না, বরং তাকে হীনবল করে। অনেক সময় ভুলের দিকে ঠেলে দেয়। সুতরাং ভাষার ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া ভালো।]

ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের পথে আরেক ধাপ :

প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ব্যাংকিং সুবিধা

গোলাম মহিউদ্দীন

সম্প্রতি বাংলাদেশের ব্যাংকিং অঙ্গনে যে ধারণাটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত তা হচ্ছে ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ। মূলত আর্থিক সেবা দিতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আর্থিক সেবাবঞ্চিত সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছানোর কৌশলগত প্রক্রিয়াই হলো 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ'। আর্থিক খাতকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করানোর পাশাপাশি দেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বস্তরের জনগণকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মসূচি ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কার্যক্রমের আওতায় কৃষি ও অকৃষি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণের যোগান, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা, নামমাত্র দশ টাকা জমায় কৃষক, তাঁতি, জেলে, মজুর, কামার, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র কারখানার কারিগর, পোশাকশ্রমিক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পথশিশু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যাংক হিসাব খোলার মতো বহুমাত্রিক উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। স্কুল/কলেজগামী শিশু/কিশোরদের সঞ্চয়মুখী করার জন্য বহুমাত্রিক সুবিধাসহ 'স্কুল ব্যাংকিং' কর্মসূচির আওতায় মাত্র ১০০ টাকায় হিসাব খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই অভিযানে দেশের ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে শামিল হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাংকিং লেনদেনের পরিমাণ বেশ আশানুরূপ। বর্তমানে বাংলাদেশে শুধুমাত্র স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের সংখ্যাই প্রায় ৮.৫ লাখের অধিক এবং এতে জমার পরিমাণ প্রায় ৭১৮ কোটি টাকা। সময়ের সাথে সাথে ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের আওতায় আনা সকল ধরনের হিসাব ও সমান্তরালভাবে জমার পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কার্যক্রমের আওতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধীর জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বহুমুখী নির্দেশনা জারি করেছে। বিভিন্ন বিভাগের গৃহীত কার্যক্রম এবং জারিকৃত নির্দেশনাসহ একটি মাস্টার সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট। এই নির্দেশনা অনুসারে কোন প্রকার চার্জ ছাড়াই সকল ব্যাংকে মাত্র ১০ টাকায় হিসাব খুলতে পারবেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিধার্থে ব্যাংকের প্রতি শাখায় থাকবেন একজন ফোকাল পয়েন্ট, যেখান থেকে তারা সরাসরি সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে গ্রাহক সনাক্তকরণ, বাহককে প্রদেয় চেকের জন্য স্পেশাল পিন নম্বর ব্যবহার এবং প্রতিবন্ধীদের ব্যাংকিং সেবাগ্রহণ উদ্বুদ্ধকরণে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা সহজিকরণের বিষয়টি প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে ব্যাংকগুলোকে।

হিসাব খোলা ও পরিচালনার পাশাপাশি উদ্যোক্তা হিসেবে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী এসএমই উদ্যোক্তাগণকে 'বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল' হতে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে শতভাগ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। এই পুনঃঅর্থায়নের সীমা সর্বনিম্ন ১০ হাজার হতে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা। প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও উৎসাহিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার নির্দেশও দেয়া হয়েছে ব্যাংকগুলোকে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধীদের করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায়ও রাখা হয়েছে। তাঁদের জন্য ব্যাংকগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় সহায়ক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাজেট বরাদ্দের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকিং জগতে প্রতিবন্ধীদের বিচরণ এবং সেবা গ্রহণ হবে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। আর তাঁদের অংশগ্রহণে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোয় নতুন এক মাত্রা যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি অর্থনীতি হবে আরও শক্তিশালী ও দৃঢ়।

■ *প্রতিবেদক : জেডি, জিবি এন্ড সিএসআরডি, প্র.কা.*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

সুরেশ চন্দ্র দে

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৮/৮/১৯৮৪
অবসর উত্তর ছুটি : ১৫/১/২০১৫
বিভাগ : আইএডি

ভূপতি মোহন মন্ডল

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২২/১/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ৬/১১/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ নুরুল ইসলাম-৩

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৭/৫/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ২/১/২০১৫
খুলনা অফিস

মোঃ সাইদুল হক

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২/৭/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-৩

মোঃ সোমেশ আলী

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২১/৭/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ৫/৯/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ ফরাজুল হক

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৩০/১২/১৯৮৯
অবসর উত্তর ছুটি : ২/১/২০১৫
খুলনা অফিস

মোঃ শাহজাহান-২

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৪/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৩/১/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-৩

আরিফুল হক

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২/১২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১২/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ খলিলুর রহমান

(ফোরম্যান)
ব্যাংকে যোগদান : ১২/২/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১৫/১২/২০১৪
বিভাগ : সিএসডি-১

মোঃ হাসনাত হোসেন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৩/২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ৮/১/২০১৫
বিভাগ : ডিআইডি

মোঃ আবদুর রশিদ-১১

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৯/৬/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ২১/১২/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ লিয়াকত আলী

(সিনিঃ কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান : ১৮/৬/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/১২/২০১৪
বিভাগ : সিএসডি-১

মোঃ ফরমান আলী শাহ্

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৪/২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ১৪/১/২০১৫
বিভাগ : সিএসডি-২

মোছাঃ জান্নাতুল লতিফা হোসেন

(উপপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৯/১০/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/১২/২০১৪
বিভাগ : গবেষণা

ইসমত আরা বেগম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২২/১২/১৯৭৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১৭/১২/২০১৪
বিভাগ : গবেষণা

নজরুল ইসলাম-৪

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১২/৫/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
খুলনা অফিস

শোক সংবাদ

মোঃ নূর-উন-নবী

(সাবেক মহাব্যবস্থাপক)
জন্ম : ৩১/১২/১৯৫৪
ব্যাংকে যোগদান : ৪/৯/১৯৮০
মৃত্যু : ২০/২/২০১৫

আরকান খা

(সাবেক কেয়ারটেকার)
জন্ম : ১/১/১৯৪৪
ব্যাংকে যোগদান : ২/১০/১৯৬৮
মৃত্যু : ৩১/১২/২০১৪

২০১৪ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

তাসনুভা মেহেরীন শ্রাবন্তী
এ. কে. স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: হোসনে আরা বেগম
(এডি, আইএসডিডি, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ মোশাররফ হোসেন

মোঃ ইশরাক রায়হান মজুমদার রাফি
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: রোজিনা আক্তার
পিতা: মোঃ ইব্রাহিম মজুমদার
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

মোঃ আল-আমীন রহমান
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: আফরোজা বেগম
পিতা: মোঃ মুখলেছুর রহমান
(ডিডি, আইএসডিডি, প্র.কা.)

সাদিয়া মাহজাবিন
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: নাসরিন নাহার
পিতা: মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম আজাদ
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

রওনক আলম হৃদি
খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: কোহিনূর আক্তার
(ডিএম, খুলনা অফিস)
পিতা: মোঃ রফিকুল আলম

মোঃ মাবরুর হোসেন
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: ফারজানা আক্তার
(ডিডি, বিএফআইইউ, প্র.কা.)
পিতা: মেজর মোঃ মাসরুর হোসেন

বিশেষ কৃতিত্ব

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সচিবালয়ের যুগ্মপরিচালক (গবেষণা) রুবাইয়াত চৌধুরী 'দি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি', ক্যানবেরা থেকে কৃতিত্বের সাথে এমএস ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি Australia Awards Leadership Program বৃত্তির আওতায় 'মাস্টার অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স' বিষয়ে ৮৮% নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। উল্লেখ্য, মাস্টার্সের থিসিসে তিনি সর্বোচ্চ রেকর্ড পরিমাণ (৯৭%) নম্বর পেয়েছেন। এ কৃতিত্বের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'Helen Hughes Master Degree Prize 2014' প্রদান করে। এছাড়াও তিনি Golden Key International Honour Society'র সদস্যপদ লাভ করেছেন যা বিশ্বের প্রথম চারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ১৫% ডিগ্রিধারীকে সম্মানপূর্বক প্রদান করা হয়।

২০১৪ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

সায়মা নূর বাবলি
গাওয়াইর নবীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মাতা: নূরজাহান
পিতা: মোঃ আব্দুস সালাম আকন্দ
(এএম, মতিঝিল অফিস)

মোঃ ইবনুল রায়হান মজুমদার মাহি
মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মাতা: রোজিনা আক্তার
পিতা: মোঃ ইব্রাহিম মজুমদার
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

মোঃ সফিউল আলম (সাফি)
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: রাবেয়া বাসরী
(ডিডি, ইএমডি, প্র.কা.)
পিতা: খায়রুল আলম
(ডিডি, ইডি-৩ শাখা, প্র.কা.)

আহসান ইকবাল রাফী
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: রোকশানা পারভীন
পিতা: মোঃ আব্দুল আউয়াল সরকার
(জিএম, গবেষণা বিভাগ, প্র.কা.)

তন্ময় দাস
এস ও এস হারম্যান মেইনার স্কুল, খুলনা

মাতা: শিখা দাস
পিতা: তাপস কুমার দাস
(ডিডি, খুলনা অফিস)

ইন্দিল্লাহ মুরছালীন
বাংলাদেশ ব্যাংক স্টাফ কোয়ার্টার্স সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুলনা

মাতা: শিউলী বিশ্বাস
(ডিএম, খুলনা অফিস)
পিতা: প্রফেসর ড. মুরছালীন মামুন

মোঃ শাহরিয়ার ইসলাম
বগুড়া জিলা স্কুল

মাতা: মোছাঃ শাহিদা আক্তার
পিতা: মোঃ নজরুল ইসলাম
(সিনিঃ কেয়ারটেকার, বগুড়া অফিস)

জান্নাতুল মাওয়া নাবিলা
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট

মাতা: আয়েশা ওসমান
পিতা: মোঃ ওসমান গণি
(কেয়ারটেকার, সিলেট অফিস)

মাসিক ঘরোয়া পত্রিকা ● ৪১ খণ্ড ● সংখ্যা ৩ ● ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২১ ● মার্চ ২০১৫ ● রেজিস্ট্রেশনঃ ৩০/৭৫

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি

১৯৬০ সালে 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান লাইব্রেরি' হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠাকালে বইয়ের সংখ্যা ছিল সাতশ এবং তালিকাভুক্ত প্রথম বইটি হচ্ছে Paul A. Samuelson এর Linear Programming and Economic Analysis। স্বাধীনতার পর এ লাইব্রেরির নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি'।

প্রধান ভবনের সপ্তম তলায় লাইব্রেরিটি অবস্থিত। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়াও ব্যাংকার, গবেষক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক ব্যবহার করতে পারেন।

বর্তমানে এ লাইব্রেরিতে প্রায় ৩৫০০০ বই, ২১০০০ জার্নাল ও ম্যাগাজিন, ৭০০০ ই-বুক, ২৫০০০ ই-জার্নাল এবং ১০০০ সিডি/ডিভিডি রয়েছে। ১৯৬০ সাল থেকে জাতীয় শীর্ষ দৈনিক পত্রিকাগুলোর স্থায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের সকল জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ ৩টি আন্তর্জাতিক দৈনিক পত্রিকা লাইব্রেরিতে নিয়মিত সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়াও ১৯৭১ সাল থেকে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন সরকারি প্রকাশনা লাইব্রেরির সংগ্রহে রয়েছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল প্রকাশনা ও বিভিন্ন বিভাগ/অফিসের গুরুত্বপূর্ণ এবং গবেষণাধর্মী ডকুমেন্টের হার্ডকপি ও সফ্টকপির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের অডিও-ভিডিও ক্লিপিংস, ফটোগ্রাফ এবং ডকুমেন্টারিগুলো ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হয়।

লাইব্রেরি কর্তৃক প্রদত্ত সেবা

লাইব্রেরি পাঠকদের যে সমস্ত সেবা দেয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো : সার্কুলেশন (ইস্যু-রিটার্ন) সার্ভিস, বিভিন্ন লাইব্রেরি রিসোর্স সার্চ (বুক, জার্নাল, রিপোর্ট, সিডি/ডিভিডি, ই-বুক, ই-জার্নাল) ও রিজার্ভেশন, ব্যবহারকারী কর্তৃক রিসোর্স পুনঃনবায়ন, ই-মেইলের মাধ্যমে ওভার ডিউ নোটিফিকেশন সেবা, বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য অফিস লাইব্রেরিসমূহের ক্যাটালগ সার্চ, রেফারেন্স সার্ভিস, অনলাইন সার্ভিস প্রভৃতি।

ব্যাংকের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিডিও ক্লিপিংস, ফটোগ্রাফ এবং বাজেট বক্তৃতার অডিও-ভিডিও ক্লিপিংস এবং বিভিন্ন প্রকার ফিল্ম ও নাটক সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইব্রেরির ল্যাংগুয়েজ কর্নারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার IELTS, GRE, GMAT এর উপর তথ্যসমৃদ্ধ বই ও সিডি/ডিভিডি রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি জাতীয় প্রিন্ট ও অনলাইনভিত্তিক দৈনিক পত্রিকা এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ প্রতিদিন ই-নিউজক্লিপিং সফ্টওয়্যারে আপলোড করে। এছাড়া, তথ্যবহুল অনলাইন পোর্টাল Centralbanking.com এর নিউজসমূহ এ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রতিনিয়ত অবহিত করা হয়।

সাম্প্রতিক উদ্যোগসমূহ

২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি'র কর্পোরেট মেম্বারশিপ গ্রহণ করে। ফলে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি কর্তৃক আয়োজিত ইংরেজি ভাষাভিত্তিক ওয়ার্কশপে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশ নিতে পারেন। পাশাপাশি লাইব্রেরি হতে সুপারিশপত্র নিয়ে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি হতে একসাথে সর্বোচ্চ ২০টি বই, ৮টি সাময়িকী ও ৫টি সিডি/ডিভিডি নিয়মিত ধার করতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Poor Man's Governor, Green Financing and Low Carbon Climate Actions in Bangladesh, Social Responsible Financing in Bangladesh, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ই-কমার্স, ইত্যাদি।

বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ই-রিসোর্সসমূহ ব্যবহার করতে পারছে। এতে ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল শাখা অফিস লাইব্রেরিসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্কের আওতায় ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ সমস্ত লাইব্রেরির রিসোর্সসমূহ স্ব-স্ব ডেস্ক থেকে ব্যবহার করছেন। এছাড়া, ওয়েবের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ই-লাইব্রেরির রিসোর্সসমূহ বিশ্বের যে কেউ যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময়ে ব্যবহার করতে সক্ষম।

উল্লেখ্য, লাইব্রেরির চলমান আধুনিকায়ন কাজের মধ্যে RFID Technology, ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক, ইনফরমেশন কিয়স্ক, সাইনেজ, লাইভ ফটো গ্যালারি, প্রজেকশন রুম, থ্রিডি ডিসপ্লে, আর্কাইভাল কম্পাক্টর, সাইবার কর্নার এবং ক্যাফে কর্নার ইত্যাদির কাজ চলছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।